রাঁচি, মঙ্গলবার

08:08:2023

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »293 »22 Sharabon 1430 »

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক »২৯৩ »«২২ শে, শ্রাবণ ১৪৩০»

04

গুজরাত আদালতের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশে রাহুল গান্ধী ফিরে পেলেন সাংসদ পদ

নয়া দিল্লি ঃ জাতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তাঁর সাংসদ পদ ফিরে পাচ্ছেন। মোদী পদবীধারীদের মানহানি মামলায় গুজরাতের সুরত আদালতের নির্দেশের উপর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর অবশেষে রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্য পদ ফিরিয়ে দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা। মোদী পদবী নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার কারণে সুরতের আদালত রাহুলকে ২ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশের ২৬ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর লোকসভার সদস্য পদ খারিজ করে দিয়েছিলেন লোকসভার স্পিকার। রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ, শুক্রবার ৪ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্ট রাহুলকে স্বস্তি দেওয়ার পর লোকসভা সচিবালয়ের সেই ক্ষিপ্রতা দেখা যায়নি। সেই কারণে বিরোধীরা সমষ্টিগত ভাবে স্পিকারের উপর চাপ তৈরি করেছিলেন। এমনকী কংগ্রেস ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার বার্তা দিচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সোমবার ৭ অগাস্ট সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়ে দেন যে রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্য পদ ফেরানো হচ্ছে। মঙ্গলবার ৮ অগাস্ট থেকে লোকসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও ভোটাভুটি হওয়ার কথা। স্পিকারের এই পদক্ষেপের পর রাহুল গান্ধীর অনাস্থা প্রস্তাবে অংশ নেওয়ায় আর কোনও বাধা রইল না।

বাজার দর

SENSEX : 65953.48 +232.23
NIFTY : 19597.30 +80.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18.26 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05.21 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

খোদ ইরানের অভ্যন্তরেই চলছে রাইসি সরকারের সমালোচনা

তেহরান ঃ ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সরকারের দ্বিতীয় বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে, সারা দেশের মিডিয়া তাদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করছে। তারা সবাই মূলত এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, কেবল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিই অপূর্ণ হয়নি, সেই সাথে তারা অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো পশ্চাদপসরণমূলক পদক্ষেপও নিয়েছে। তেহরান ভিত্তিক সংবাদপত্র হাম মিহান ৫ আগস্ট প্রকাশিত তাদের সর্বসাম্প্রতিক সংস্করণে, এই ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সরকার কর্তৃক বেশিরভাগ প্রধান প্রতিশ্রুতি পূরণের অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। সংবাদপত্রটি জোর দিয়ে বলেছে, মূল সূচকে বিপরীতমুখী এবং নেতিবাচক প্রবণতা অনেক কিছুর মধ্যেই স্পষ্ট। সংস্কারপন্থী দল ইরান পার্টির কনস্ট্রাকশনের নির্বাহীদের সাথে যুক্ত এই সংবাদপত্রটি প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্লোগান এবং প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের কর্মক্ষমতা তুলনা করেছে। তারা দেশটির সরকারী পরিসংখ্যান উল্লেখ করে আলোকপাত করেছে, রাইসির সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন কোন অপ্রত্যাশিত বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না, যা তার দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধা হতে পারতো। তাদের প্রতিবেদনে হাম মিহান বলছে দেশটি আগেকার সময়ের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেছে , বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি, আয় এবং লোকজনের বেতনের বিষয়ে । ২০২১ সালের জুন থেকে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার সময়, রাইসি এবং তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বারবার ইরানে দ্রুত ও বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে, ৪০ লাখ বাড়ি নির্মাণ, ৪০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজের মধ্যে নিরঙ্কুশ দারিদ্র দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে, আলী খামেনির প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত তেহরান ভিত্তিক সংবাদপত্র জোমহৌরি এসলামি শনিবার এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। ওই সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি রাইসি সরকারের বাগাড়ম্বর ও কর্মক্ষমতার সমালোচনা করে বলেছে,আপনি আর কতদিন অতীতের ত্রুটিগুলিকে দায়ী করতে চান? নিবন্ধটি জোর দিয়ে বলেছে,দুই বছর ক্ষমতা গ্রহণের পর, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কোনো প্রেসিডেন্ট 'বিগত সরকার'কে দোষ দিতে পারেন না, বিশেষ করে যখন বর্তমান সরকার অন্যান্য সামরিক ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পূর্ণ এবং ১০০ সমন্বয় এবং ঐক্য উপভোগ করে। এমন পরিস্থিতিতে, জোমহৌরি এসলামি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এমনকি এক বছর 'সমস্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার' যথেষ্ট সময় এইভাবে, দুই বছর পরে, সমস্যাগুলি অব্যাহত থাকার জন্য কোনও গ্রহণযোগ্য অজুহাত নেই। ২০২১ সালের জুন থেকে, রাইসি এবং তার উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা ধারাবাহিকভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং এককসংখ্যার মুদ্রাস্ফীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের ঋণ সমস্যার জন্য দায়ী কি চীন?

নয়া দিল্লি ঃ সিপিইসি নামে পরিচিত চীনপাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার কারণে দুই দেশ আজকাল খুব ধুমধাম করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক দশক উদযাপন করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, যদিও মেগাপ্রকল্পটি পাকিস্তানকে অত্যন্ত প্রযোজনীয় অবকাঠামো বিকাশে সহায়তা করেছে, ইসলামাবাদের অব্যবস্থাপনা ও বেইজিংয়ের অনুদার ঋণ এই প্রকল্পটিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পাল্টে দিতে বাধা দিয়েছে ।

বেইজিংয়ের এক বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ ও অবকাঠামো প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে (বিআরআই) এর বৃহত্তম অংশীদার বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০০৩ সালে ৪৫০০ কোটি ডলারের বেশি পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে চালু হয়েছিল সিপিইসি। সময়ের সাথে সাথে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২০০ কোটি ডলারে, যার মধ্যে অন্তত ২৫০০ লক্ষ ডলার পাকিস্তানে বিনিযোগ করা হয়েছে। এমনটাই মত উভয় দেশের সরকারের।

ইসলামাবাদভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানচীন ইন্সটিটিউটের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা মুস্তাফা হায়দার সাইদ ভিওএকে বলেন, পাকিস্তানের ভীষণ সংকটজনক পরিস্থিতিতে এই প্রকল্পটি এসেছিল। তিনি বলেন, সেই সময়ে আমাদের প্রচুর সন্ত্রাসবাদ ছিল, প্রচুর অশান্তি ছিল এবং বিশেষ করে, পাকিস্তানকে বিনিযোগের জন্য সেরা জায়গাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দেখা হয়নি। সেই সময় চীন আস্থা রেখেছিল পাকিস্তানের উপর এবং ঠিক সময়ে প্রবেশ করেছিল। সবটাই। পাকিস্তান সরকারের তথ্য বলছে, সিপিইসি এ পর্যন্ত ২ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, ১৪০০ কিলোমিটারের (৮৯৭ মাইল) বেশি হাইওয়ে ও রাস্তা তৈরি করেছে এবং জাতীয় গ্রিডে ৮০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছে। এই দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় গভীর সমুদ্র বন্দর গোয়াদর সিপিইসির কেন্দ্রবিন্দু। কর্মকর্তাদের মতে, গত ১৮ মাসে ৬ লক্ষ টন মালামাল নিয়ন্ত্রণ করেছে এই বন্দর।

এই সপ্তাহে ইসলামাবাদে সিপিইসির এক দশক উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ প্রকল্পটিকে একটি গেমচেঞ্জার বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তান ও চীনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শরীফ বলেন, এবং এটি ছিল দূরদৃষ্টি, প্রতিশ্রুতি ও বন্ধুত্বের ফলাফল। সফররত চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী হে লাইফং, যিনি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রচারে তাঁর অবদানের জন্য পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পেয়েছেন, প্রকল্পটিকে অননুকরণীয় বলে অভিহিত করেছেন। লাইফং বলেন, এটি সাধারণ বিশ্বাস ও পারস্পরিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আটলান্টিক পরিষদের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো আম্মার হাবিব খান। তিনি পাকিস্তানভিত্তিক অর্থনীতিবিদ। ভিওএকে তিনি বলেন, পাকিস্তান সিপিইসির মাধ্যমে তার অর্থনীতিকে জাগিয়ে তুলতে লড়াই করেছে। এই আর্থিক বোঝা তার আংশিক কারণ।

পর্তুগালে তারুণ্য উৎসব শেষে বিশ্বশান্তি নিয়ে স্বপ্নের কথা জানালেন পোপ

সোওল ঃ এক বিশাল জনসমাগমের মধ্য দিয়ে রবিবার পোপ ফ্রান্সিস ক্যাথলিক তরুণদের একটি আন্তর্জাতিক উৎসবের সমাপ্তি টানেন। এ সময় তিনি তার নিজস্ব আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিলো সারা বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করা, বিশেষত ইউক্রেনের জন্য।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ভ্যাটিকান জানায়, পর্তুগালের রাজধানীতে, নদীর ধারে নির্মিত একটি পার্কে আয়োজিত সমাপনী সমাবেশে ১৫ লাখ মানুষ যোগ দেন। অসংখ্য পূণ্যার্থী খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করেন। শনিবার প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সমবেত হন তারা আর রাতভর প্রার্থনায় অংশ নেন। জনসমাবেশে আগতদের প্রতি দেয়া বক্তব্যে ৮৬ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিস, এই ৬ দিনের জাম্বুরির সৌহার্দ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য এবং এখান থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলোকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে তরুণদের প্রতি আহবান জানান। ফ্রান্সিস বলেন, প্রিয় বন্ধুরা, আমাকে অনুমতি দাও, এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে, তোমাদের মতো তরুণদের সঙ্গে আমার একটি স্বপ্নকে ভাগ করে নেয়ার জন্য যা আমি আমার মাঝে বহন করি। আর, এটা হচ্ছে শান্তির স্বপ্ন, তরুণদের শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে দেখার স্বপ্ন, শান্তিতে বসবাস করার ও একটি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন। তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে শান্তির জন্য প্রার্থনা অব্যাহত রেখো। সর্বোপরি, তোমরা বিশ্ব শান্তির প্রতীক। তোমরা দেখিয়েছো, কীভাবে বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ইতিহাসের প্রতিনিধিরা পৃথক পথে না গিয়ে একাত্ম হতে পারে। তোমরাই এক ভিন্ন ভবিষ্যতের আশা জাগাও বললেন পোপ। পোপ ঘোষণা দেন, পরবর্তী বিশ্ব তারুণ্য দিবস অনুষ্ঠিত হবে ২০২৭ সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার সোওলে।

শেষ হলো জেদ্দা শীর্ষ সম্মেলন আরো শান্তি আলোচনার পরিকল্পনা

জেদ্দা ঃ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ অবসানের বিষয় নিয়ে আয়োজিত জেদ্দা শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে রবিবার। আয়োজক দেশ সৌদি আরব এক সমাপনী বিবৃতিতে জানিয়েছে,সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা শান্তির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছেন। দুই দিনের জেদ্দা শান্তি সম্মেলনে ৪২টি দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন। তবে, সেখানে রাশিয়ার পক্ষ থেকে কেউ ছিলেন না।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির স্টাফপ্রধান আনদ্রি ইয়ারমাক রবিবার জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আলোচনাকে খুব ফলপ্রসূ বলে অভিহিত করেছেন। মস্কো এই বৈঠককে কিয়েভের সমর্থনে উন্নয়নশীল বিশ্বকে (গ্লোবাল সাউথ) প্রভাবিত করার লক্ষ্যে একটি ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছে।

উচ্চ পর্যায়ের এই আলোচনায় ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিকস সদস্য দেশগুলো হলো ব্রাজিল, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

পশ্চিমা দেশগুলোর কর্মকর্তা এবং বিশ্লেষকরা বলেছেন, আলোচনায় চীনের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে, সৌদি আরবের কূটনৈতিক তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

রাতভর রাশিয়া এবং ইউক্রেনের গোলা বর্ষণে কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে অন্তত আরো চার জন।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে চোনহার সেতুতে আঘাত হানে। সেতুটি অধিকৃত ক্রাইমিয়া এবং দক্ষিণ ইউক্রেনের খেরসন ওব্লাস্টের দখল করা অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

এদিকে, রবিবার রাশিয়া পশ্চিম ইউক্রেনে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। রাতভর হামলায়, ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কমপক্ষে ১০টি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শনিবার গভীর রাতে পূর্ব খারকিভ অঞ্চলের কুপিয়ানস্ক শহরে একটি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় রাশিয়া। তবে, সেখানে কতজন হতাহত হয়েছেন বা তারা সামরিক না বেসামরিক মানুষ, তা উল্লেখ করেননি জেলেন্সকি। রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদনের তথ্য যাচাই করতে পারেনি।

রাষ্ট্রহীন

আমেরিকান সংবিধান তার সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী যে কাউকে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেয়

যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রহীন লোকদের আশার আলো দেখাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন

ওয়াশিংটন ঃ কারিনা অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ ভিওএকে বলেছেন, আমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছি, যেটির বর্তমানে আর কোনই অস্তিত্ব নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) অনুসারে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ এর মতো বসবাসরত রাষ্ট্রবিহীন লোকদের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার। মঙ্গলবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলেছে, তারা অভিবাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রহীন মানে কী, তা স্পষ্ট করবে।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ বলছেন, এটি এই দেশে আমাদের মতো লোকদের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি বিশাল পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার, ডিএইচএস রাষ্ট্রহীনতা নীতির উপর এক অধিবেশনের আযোজন করেছিল। ওই অধিবেশনে রাষ্ট্রহীন লোকেদের ব্যক্তিগত কথা শোনা হয়েছে। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন ডিএইচএস সেক্রেটারি আলেয়ান্দ্রো মাযোরেকাস। ভিওএ এর সাথে কথা বলা অংশগ্রহণকারীদের মতে, কথোপকথনটি ছিল পরবর্তী পদক্ষেপগুলি বের করার জন্য। আমেরিকান নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবাগুলি এই নীতির উপর শীগগিরই একটি জনসভার আযোজন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিএইচএস এর ঘোষণা নতুন পদ্ধতির বিকাশ ও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, যাতে ইউএসসিআইএস কর্মকর্তারা কেউ রাষ্ট্রহীন কিনা, তা মূল্যায়ন করার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারেন এবং প্রমাণের উদাহরণগুলি এই রূপরেখা দেয়, যা ইউএসসিআইএস কর্মকর্তাদের তাদের সেই সংকল্পে সহায়তা করতে পারে।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর ওয়েবসাইট মতে, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কেউ রাষ্ট্রহীন কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না। উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যে রাষ্ট্রহীন, তা যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে তাকে কোনো রকম সুবিধা কিংবা মর্যাদা প্রদান করে না।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফের এখনও স্পষ্টভাবে মনে আছে, সেদিনের কথা যে দিন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তার মতো তার পিতামাতাও রাষ্ট্রহীন ছিলেন।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ এর পিতা ছিলেন একজন আর্মেনিয়ান। তিনি জর্জিয়ার তিবিলিসিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আর্মেনিয়ান গণহত্যা থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাদেরই বংশধর ছিলেন। তার মা ইউক্রেন থেকে এসেছেন, তার জন্ম ওডেসার ঠিক বাইরে, ভোজনেসেনস্কে। অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ -এর দাদাদাদিও আঞ্চলিক অশান্তি এবং হলোকাস্ট থেকে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

যখন তার বাবামা জন্মগ্রহণ করেন, উভয় অঞ্চলই সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। কিন্তু ৭০ বছর পর, ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যায়।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ ১৯৮৮ সালে ওডেসায় জন্মগ্রহণ করেন, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বহাল ছিল।

যখন তার বয়স ৩ বছর, পরিবার বুঝতে পেরেছিল যে ওডেসায় থাকা তাদের জন্য আর নিরাপদ নয়। তাই তারা ১৯৯২ সালে কানাডায় পাড়ি জমায়। সেখানে তারা চার বছর বসবাস করেছিল, কিন্তু কানাডা তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেয়নি। অগত্যা ১৯৯৬ সালে তারা সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে, এবং এখানে এসে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করে। তাদের বিষয়টি প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঝুলে থাকার পর, অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রও তাদের স্থায়ীভাবে বাস করার অনুমতি দেয়নি। ১৩ বছর বয়সে, অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ এবং তার বাবামাকে বলা হয়েছিল যে তাদের যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তখন পরিবারটি একটি জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। তারা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে চাইলেও, যেতে পারেনি। কারণ তাদের কোনও দেশেরই নাগরিকত্ব ছিল না।

রাষ্ট্রহীনতার ধারণাটি অনেক লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে আমেরিকানদের, এই কারণে আমেরিকান সংবিধান তার সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী যে কাউকে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অনেক দেশই তা করে না। কোথাও যাওয়ার উপায় না থাকায়, অ্যামবার্টসউমিয়ানক্ল এবং তার বাবামা যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে যান। এখানে তার বাবা ঘরবাড়ি রং করার কাজ শুরু করেন, আর মা ঘরবাড়ি পরিষ্কারের ব্যবসা।

তিনি বলেন, কিন্তু যখন আমার ১৮ বছর পূর্ণ হল, তখনই সবকিছু বদলে গেল। কারণ কোন দেশের বৈধ নাগরিকত্ব ছাড়াই আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলাম।

অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ এর কাছে একমাত্র দুটি নথি ছিল, যার মধ্যে একটি হল জন্ম সনদ, যে দেশের অস্তিত্বই আর নেই, আর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলের পরিচয় পত্র।

কিন্তু, যখন তিনি কোনও চাকরির আবেদন করতে, মোবাইল ফোন কিনতে, কিংবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করতে, চাইতেন তার অবশ্যই একটা সরকারি পরিচয়পত্রের প্রযোজন পড়তো। অবশেষে অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফের সাথে পরিচয় হয় এক আমেরিকান নাগরিকের, পরিচয় থেকে প্রণয় এবং ২০১৩ সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তিনি বলেন, বিয়ের পর আমরা পাঁচ বছর একসাথে ছিলাম। এবং আমরা আসলে বিয়ে করতে মেরিল্যান্ড গিয়েছিলাম, কারণ মেরিল্যান্ড রাজ্যে বিয়ে করার জন্য বৈধ পরিচয়পত্রের প্রযোজন হয় না। তাই আমরা মেরিল্যান্ডের এলকটনে গিয়েছিলাম এবং একটি বিয়ের সনদ পাই, আর সেটাই ছিল আমার প্রথম কোন বৈধ নথি, যেটাতে আমার নাম লেখা ছিল।

১৯৬৫ সালের ইমিগ্রেশন এবং ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে, কংগ্রেস পারিবারিক অভিবাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে যা আমরা আজ জানি। এই আইনের অধীনে, কংগ্রেস একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা আমেরিকান নাগরিকদের কোনো রকম সীমাবদ্ধতা ছাড়াই স্বামীস্ত্রী সহ নিকট আত্মীয়দের স্পনসর করতে পারে। অ্যামবার্টসউমিয়ানক্লফ বলেন, তিনি আশা করেন, ডিএইচএস নির্দেশিকা অবশেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রহীনতার একটি সংজ্ঞা স্থাপন করবে, যাতে অচলাবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের সাহায্য করা সম্ভব হবে।

তিনি অন্যান্য রাষ্ট্রহীন মানুষের সাথে দেখা করেন এবং ইউনাইটেড স্টেটলেস নামে একটি কার্যক্রম শুরু করেন, যেটা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সংস্থা, যার লক্ষ্য তাদের মানবাধিকারের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। তিনি আরও আশা করেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস অভিবাসন আইনে কোডিফাই করার জন্য আইন পাস করবে যে কীভাবে একজন রাষ্ট্রহীন অবস্থায় থাকা ব্যক্তি স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারেন। বর্তমানে, তিনি তার স্বামী কেভিনের সাথে পেনসিলভানিয়াতে থাকেন। তার মা এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু ডিসেম্বরে তার বাবা মারা যান।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা প্রচার সারলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা শিলিগুড়ি পুর্নিগমের দুই নম্বর বুড়ো কমিটির বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলিতে ডেঙ্গু সচেতনতার প্রচার সারলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি জানান বিভিন্ন সমীক্ষায় পাওয়া গেছে বিভিন্ন বাড়িতে জমা জল থেকেই ডেঙ্গুর প্রজাতির মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে বাড়ির মালিকেরা যাতে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে সেদিকেই লক্ষ্য রেখে আজকের এই চেতনতার র‍্যালি। সপ্তাহ অন্তত দুদিন সচেতনতা নিয়ে র‍্যালি করবে শিলিগুড়ি পূরনিগম।

অবৈধ গাঁজা ও ড্রাগ ব্যাবসার ঠেক ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী

শিলিগুড়ি ঃ অবৈধ গাঁজা ও ড্রাগ ব্যাবসার ঠেক ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী। ঘটনাটি শিলিগুড়ির ৪০ নাম্বার ওয়ার্ডের ইস্কনরোডের অঞ্চলবাজার এলাকার। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বাজার এলাকায় এক মাঝ বয়সী মহিলা দীর্ঘ দিন ধরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মুরগীর ব্যবসার আড়ালে অবৈধ ভাবে গাঁজা,ভাঙ ও ড্রাগস কেনাবেচার ব্যবসা করতেন।এই নিয়ে এর আগেও অনেক বার পুলিস অভিযানও করেছিলো। কিন্তু তা সত্বেও পুলিস প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যবসা। কিন্তু গতকাল রাত এগারোটার দিকে সমস্ত এলাকাবাসী মিলে অবৈধ গাঁজা এবং ড্রাগসের ঠেক ভেঙ্গে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে ভক্তিনগর থানার আই সি অমরেশ সিং। জানা গিয়েছে, গত পরশুদিন ঐ গাঁজার ঠেকে বসা কয়েকজন যুবক এলাকারেই এক যুবতিকে ইভটিজিং করে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হতেই প্রায় চারশোজনের মত এলাকাবাসী এসে ভেঙ্গে দেয় অবৈধ গাঁজা ও ড্রাগস কেনেবেচার ঠেকটিকে। পরে পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে এলাকাবাসী অনেকটাই শান্ত হন।পাশাপাশি গাঁজা কেনাবেচার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে যেখানে দেখা যাচ্ছে, ঐ মাঝ বয়সী মহিলা এক গ্রাহকের হাতে গাঁজা দিয়ে টাকা নিচ্ছেন।এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত ছিলো পুলিশি টহল।

কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুলের শতবর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সূচনা

কোচবিহার ঃ শতবর্ষে পা রাখল কোচবিহারের রাজ আমলের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুল। আজ স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মধ্য দিয়ে। স্কুলের বর্তমান ছাত্র ছাত্রী, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রী, এবং প্রাক্তন শিক্ষকরাও এদিনের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন হাই স্কুল থেকে এই সভাযাত্রা বের হয় এবং কোচবিহারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে আবার কোচবিহার মহারাজার নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুলেই সেই শোভাযাত্রা শেষ হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুলের ঐতিহ্য এবং রাজ আমলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরতে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা বিশেষ ট্যাবলো তৈরি করা হয়েছিল। আগামী এক বছর যাবত স্কুলের শতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দুই নির্যাতিতা মহিলার সাথে দেখা করতে মঙ্গলবার মালদায় এলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল

মালদা ঃ দুই নির্যাতিতা মহিলার সাথে দেখা করতে মঙ্গলবার মালদায় এলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। বন্দে ভারত ট্রেনে করে আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মালদায় এসে পৌঁছান জাতীয় মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল। এরপর তারা সোজা চলে আসেন মালদা সার্কিট হাউসে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর মানিকচকের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। মালদার মানিকচকের দুই নির্যাতিতার সাথে দেখা করবেন তারা। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানান, এই বিষয়ে এখনই তিনি কিছু বলবেন না। মালদা ২ নির্যাতিত মহিলার সাথে দেখা করতে আজ মালদায় এসেছেন তারা। যেভাবে তাদের বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছে, খুব লজ্জা জনক ঘটনা। এই দুই নির্যাতিতা মহিলার সাথে দেখা করার পর পুলিশ সুপারের সাথেও দেখা করবেন তারা।

আন্তর্জাতিক মাতৃ দুগ্ধপান সপ্তাহ উদ্যাপন করল মালদা জেলা প্রশাসন

মালদা ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃ দুগ্ধপান সপ্তাহ উদ্যাপন করল মালদা জেলা প্রশাসন। আজ সকালে একটি ট্যাবলো উদবোধন করে মাতৃ দুগ্ধ পান সপ্তাহের সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) জামিল ফাতেমা জেবা। পরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে মাতৃ দুগ্ধ কর্ণারের উদবোধন করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি সেলের জেলা প্রকল্প আধিকারিক অজয়কুমার বরুয়া জানান, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাতৃ দুগ্ধপান সপ্তাহ উদ্যাপন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় আজ একটি ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলার প্রতিটি ব্লকে এরকম ট্যাবলো ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাবে। পাশাপাশি আজ জেলা প্রশাসনিকভবনে একটি মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ করা হয়েছে। আপাতত এই কক্ষ সাতদিনের জন্য থাকছে। তবে আমরা আগামী দিনে স্থায়ীভাবে এই কক্ষ রাখার পরিকল্পনা নিচ্ছি।

মহরম কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করলো মালদা নবজাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক একটি সংস্থা

মালদা ঃ এবারে মহরম কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করলো মালদা নবজাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক একটি সংস্থা । গত শনিবার রাতে মালদায় ধুমধাম করে মহরম পালিত হয় । এরপর সোমবার রাতে সংশ্লিষ্ট ওই সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকটি মহরম কমিটিকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। যারা মহরমের র‍্যালিতে নানান সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা বহন করেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে মহরমের রেলি সম্পন্ন করেছে সেইসব কমিটিগুলিকেই মালদা নবজাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিইউসি জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল , উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল দমকলকর্মী কর্মীর। পিকআপ ভ্যান উল্টে জখম হয়েছেন ৭ শ্রমিক

মালদাঃ পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল দমকলকর্মী কর্মীর। পিক আপ ভ্যান উল্টে জখম হয়েছেন ৭ শ্রমিক। মালদহের চাঁচলের ভাগভাদো এলাকায় ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসে মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম মৈনাক ঘোষ(৫৭)। বাড়ি মালদহ শহরে। চাঁচল দমকল কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। এদিন স্কুটিতে করে চাঁচলে আসছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের তালসুর থেকে মাখনা শ্রমিকদের নিয়ে শ্রীপুরে যাচ্ছিল পিক আপ ভ্যানটি। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে স্কুটিতে ধাক্কা মেরে পিক আপ ভ্যানটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই দমকলকর্মী মারা যান। আহত হন পিক আপ ভ্যানের ৭ শ্রমিক। তাদের সামসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড়ে এক পথসভার আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ শুধু মণিপুর নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই বাড়ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও প্রশ্নের মুখে। এমনই অভিযোগে তুলে সরব হল জলপাইগুড়ি নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ। সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড়ে এক পথসভার আয়োজন করলেন মঞ্চের সদস্যরা। গণতন্ত্র ও নারীসমাজ কি আজ বিপন্ন? এই প্রশ্ন তুলে সোচ্চার হলেন বক্তারা। কর্মসূচীতে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, সমাজসেবী অম্লান মুন্সি, তপন কুমার ব্যানার্জি, বিপ্লব ঝা সহ অন্যান্যরা। মঞ্চের আহ্বায়ক তথা আইনজীবী সুজিত কুমার সরকার বলেন,গনতন্ত্র রক্ষা,নাগরিক সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা ও সম্মানরক্ষা বিষয়ে পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।মণিপুর জ্বলছে। এর পাশাপাশি এরাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিক খুন, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।বর্তমানে রাজ্য তথা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। তাদের পথসভায় মানুষের মনের কথারই প্রতিফলন ঘটলো বলে দাবি করেছেন সুজিতবাবু। যদিও এই পথসভা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা নিতাই কর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

ফের ডুয়ার্সে খাঁচা বন্দি লেপার্ড

জলপাইগুড়ি ঃ ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বসানোর সাতদিন পরেই খাঁচা বন্দি হল লেপার্ড। জলপাইগুড়ি জেলার বাতাবাড়ি চা বাগানের ঘটনা।বাতাবাড়ি চা বাগানের ৫ক্ক সেকশনে খাঁচা বন্দি হল লেপার্ড। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা খাঁচা থেকে লেপার্ডটির গর্জন শুনতে পায়। কাছে গিয়ে দেখে একটি পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড খাঁচায় বন্দি হয়ে ছোটাছুটি করছে। এরপর খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় জমায় ওই এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে খাঁচা সমেত লেপার্ডটিয়ে নিয়ে যায়।উল্লেখ্য,সন্ধ্যার পরেই চা বাগান থেকে শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ছিল লেপার্ড। নিয়ে যাচ্ছিল ছাগল, কুকুর। আতঙ্কে লোকজন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছিল না। বাগানের রাত পাহারা দারেরাও আতঙ্কে বাগান পাহাড়া দিচ্ছিল। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে লেপার্ড ধরতে বনদপ্তরের কাছে খাঁচা বসানোর আবেদন জানানো হয়।২৪ জুলাই বাগানের ফাইভ বি সেকশনে ওই খাঁচা বসানো হয়। সাত দিন পর আজ ওই খাঁচায় খাঁচা বন্দি হয় লেপার্ড।

এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনিতে, তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি। এক ব্যক্তির ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় সূর্যসেন কলোনি এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম বাবুল দেব। তিনি সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি পর সাড়া না পেলে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। এরপর পুলিশে খবর দিলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ

মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ইংলিশ বাজার থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতরা হল সনাতন ঘোষ, চাঁদ ঘোষ, বাপন ঘোষ এবং রাজু ঘোষ। পুরাতন মালদার নলডুবি, মঙ্গলবাড়ী এবং ইংলিশ বাজার থানার কমলা বাড়ি এলাকায় বাড়ি ধৃতদের। জানা যায় রবিবার রাত্রে সাপে কাটা এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে ছিল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনের নেমেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই ঘটনা তদন্ত নেমে পুলিশ এই চারজনকে গ্রেফতার করে। আজ তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ। পথ অবরোধ। উত্তেজনা

জলপাইগুড়ি ঃ বোর্ড গঠনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই তপ্ত হচ্ছে জলপাইগুড়ির ভোট রাজনীতি।দল বদল,প্রার্থী কেনা বেচা র পাশাপাশি এবার বিজেপি প্রার্থী, প্রার্থীর পরিবার এবং বুথের সহসভাপতি কে অপহরনের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের রানী নগর এলাকা অবরোধ করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। অভিযোগ, গতকাল রানী নগর বামন পাড়া বুথের বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য পূর্নিমা রায়,বুথের সহ সভাপতি অমর কুমার রায় কে অপহরণ করা হয়েছে।অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির অঞ্চল সভাপতি হরিমোহন মন্ডল বলেন আমাদের নব নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে অপহরণ করেছে তৃনমূল। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করবছি। এখন আমরা পথ অবরোধ করেছি। আমরা চাই পুলিশ আমাদের পঞ্চায়েতকে খুঁজে বের করুক। বিজেপির সহ সভাপতি অমর কুমার রায় জানিয়েছেন তিনি নিজের ইচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তার সাথে অনুগামীরাও যোগ দিয়েছে। তৃনমূলের SC ST OBC সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস বলেন কোনও অপহরনের ঘটনা ঘটেনি। এরা সবাই আমাদের দলে আসতে চেয়েছিল। আমরা দলে নিয়েছি। এদিন কিছুক্ষন পথ অবরোধের পর পুলিশ আসে। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

আলিপুরদুয়ারের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু, একজন আহত

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই জনের। অন্যদিকে আহত হয়েছেন আরও একজন। বুধবার সকালে বারোবিশাগামী মুরগি বহনকারী একটি ছোট যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মুরগির গাড়ির চালক মনোজ অধিকারী ও গাড়ির মালিক পুতুল পাল মারা যান এবং গাড়িতে থাকা আরেক ব্যক্তি বিক্রম ঘোষ আহত হন। কালচিনি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কালচিনি থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে।

দুষ্কৃতীদের মারে আহত রেল কর্মী

নাদিয়া ঃ জোরপূর্বক রেলগেট তুলতে বলে রেলের গেটম্যান কে মারধোর করার অভিযোগ উঠল নদীয়ার ফুলিয়াতে। রানাঘাট শান্তিপুর শাখা হবিবপুর ফুলিয়া স্টেশনের মাঝে উদয়পুর রেলগেট কর্মরত ছিল। সেই সময় ডাউন শান্তিপুর আশায় সেই সময় গেট ম্যান গেট ফেলে দেয়। ঠিক তখনই তিনজন বাইকা বাহিনী এসে গেট তুলতে বলে। গেটম্যান জানায় এটা আমার হাতে নেই আমি পারব না। তারপরে এলোপাথা মারধর করার অভিযোগ ওঠে। বন্দুকের বাট দিয়ে মারা হয়, দুষ্কৃতির আঘাতে লুটিয়ে পড়ে গেটম্যান। এরপরে আরপিএফ উদ্ধার করে তাকে রানাঘাট মহাকুমা হসপিটাল নিয়ে আসে। মাথায় থুতনিতে ও বুকে গুরুতর আঘাত পায় এবং সেলাই পড়ে। তদন্তে নেমেছে রানাঘাট rpf ও জিআরপি।

ইট বোঝাই ট্রাক দুর্ঘটনায় সড়ক জ্যাম

শিলিগুড়ি ঃ লোয়ার বাগডোগরা আয়্যাপা মন্দিরের কাছে রাস্তার পাশে একটি কালভার্ট ভেঙে ড্রেনে আটকে গেল একটি ইট বোঝাই ট্রাক। ক্যালভার্ট এশিয়ান হাইওয়ে দ্বারা নির্মিত. সড়কের অর্ধেক অংশে ট্রাক আটকে থাকায় যান চলাচলে সমস্যা হয়। বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। জানা গেছে, ওভারলোডসহ ট্রাকের জীবনযাত্রা বা কালভার্টের মজবুত নিয়ে প্রশ্ন তুলছে মানুষ।

গেট মিটিং এ সামিল হলেন চা বাগানের শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ মঙ্গলবার সকালেও ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির গেটের সামনে গেট মিটিং এ সামিল হলেন সংশ্লিষ্ট চা বাগানের শ্রমিকরা।উল্লেখ্য,'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এর নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যান পরিচালন কর্তৃপক্ষ। এদিকে গত সোমবার কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা লক্ষ্য করেন যে বাগানের ফ্যাক্টরিতে ঝুলছে তালা এবং ঝোলানো হয়েছে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ১২০০ শ্রমিক, সঙ্গে অনিশ্চিত হয়ে পড়লো বাগানের শতাধিক কর্মচারীর ভবিষ্যতে।

দীর্ঘদিন পর অবশেষে উঠে গেল ভাঙরে ১৪৪ ধারা

সুদেষ্ণা মন্ডল, ভাঙড় ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল অশান্তি। রোজকার বোমাবাজি গুলিতে তপ্ত ছিল ভাঙড়। মনোনয়নপর্ব থেকে বোমা গুলি ঘটনায় মৃত্যু হয় একাধিক মানুষের । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে শেষমেষ ১৪৪ ধারা জারি করতে বাধ্য হয় পুলিশ। এরপর ভাঙড়ে ঢুকতে গিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা, তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিরা। কিন্তু তাঁদের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকার মধ্যেও ভাঙড়ে বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে।গত ১২ জুলাই ও ১৭ জুলাই ভাঙড়ে ঢুকতে চেয়েছিলেন নওশাদ। কিন্তু তাঁকে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নওশাদ। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এর এজলাসে মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময়ে রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয় যে ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হচ্ছে এদিন থেকেই। তখনই বিচারপতি জানিয়ে দেন তাহলে আর বিধায়কের ভাঙড়ে ঢুকতে কোনও বাধা রইলনা। এ বিষয়ে ভাঙড়ের এক বাসিন্দা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ভোট ঘোষণার পর থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণে কার্যত ভাঙড়ের বড় বাজার বন্ধের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সাধারণ মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে বার হতে ভয় পাচ্ছিলেন । আবারও ভাঙড়ে শান্তি ফিরে আসুক। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ জারি করা হয় । সেই নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে সোমবারের পর থেকে ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হল ।

প্রয়োজনে আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এই ঘটনার অভিযোগ জানানো হবে ঃ রেখা শর্মা

মালদা ঃ মালদার পাকুয়াহাটে চোর সন্দেহে বিবস্ত্র অবস্থায় দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় পুলিশকে ধমক দিল জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। মঙ্গলবার দুই মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় দিল্লি থেকে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা মালদায় আসেন। মানিকচকে দুই নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন । আর ওই দুই মহিলার মুখ থেকে গত ১৮ জুলাইয়ের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে পুলিশের উপর বেজায় চটেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। তিনি সাংবাদিকদের সামনে বলেন, চুরির ঘটনা প্রমাণিত হলো না, অথচ ওই দুই মহিলা ছয়দিন জেল খাটলো। আর যদি ঘটনাটি ঘটেই থাকতো, তাহলে এভাবে ওদের মারার অধিকার দিয়েছে কে? অর্ধনগ্ন এবং আহত অবস্থায় ওই দুই মহিলাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে থানায় বসিয়ে রাখে পুলিশ। এমনকি ওদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পুড়েছে। এব্যাপারে জাতীয় মহিলা কমিশন চুপ করে বসে থাকবে না। প্রযজেনে আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এই ঘটনার অভিযোগ জানানো হবে।

শিলিগুড়িতে লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ গ্রেফতার ৩ অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার যৌথ অভিযানে বাগডোগরা এলাকা থেকে লক্ষাধিক টাকার মাদকসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ অভিযানে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার জব্দ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে একটি সিলভার রঙের টাটা সুমো গাড়িও জব্দ করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগডোগরা থানা এলাকায় একটি টাটা সুমো গাড়ি থামিয়ে তল্লাশিকালে তাতে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সকলেই মালদা জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জব্দকৃত মাদকের মূল্য আনুমানিক ১৫ লাখ টাকা।

মনিপুরের ঘটনা নিয়ে এবার প্রতিবাদে পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি শাখা

জলপাইগুড়ি ঃ মনিপুরের ঘটনা নিয়ে এবার প্রতিবাদে পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি শাখা। রবিবার বিকেল নাগাদ সংগঠনের তরফে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মত ডমিছিলটি এদিন বাবুপাড়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কদমতলায় এসে শেষ হয় । সেখানে মণিপুরের নক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বক্তারা ডফেডারেশনের সভাপতি সঞ্জয় সিংহ রায় বলেন, মনিপুরের মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার চলেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর প্রতিবাদে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। এই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছি।

উত্তর দিনাজপুরে পথ দুর্ঘটনার শিকার ১৪ বছরের স্কুল ছাত্রী

উত্তর দিনাজপুর ঃ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বিহার রাজ্যের খেজুরবাড়ি এলাকায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পথ অবস্থায় ওই স্কুল ছাত্রীকে নিয়ে আসা হয় ইসলামপুর মহাকুমা হাসপাতালে তবে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে ওই ছাত্রীকে পাশাপাশি এই ঘটনা যেরে ইসলামপুর হাসপাতালে সুখের ছায়া নেমে এসেছে এবং পরিবার শুধু জানা গিয়েছে মৃত ওই ছাত্রীর নাম সানিয়া মির্জা বয়স ১৪ বছর বাড়ি বিহার রাজ্যের খেজুরবাড়ি এলাকায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শিক্ষকদের দুই দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে বিএড ডিগ্রির প্রমাণ পত্র, ভুয়া ডিগ্রীধারী সনাক্ত করতে তৎপরতা শিক্ষা বিভাগের

২২ টি জেলার ১১৩১ জন অতিরিক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্তির নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে শিক্ষা বিভাগ। একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ভুয়া ডিগ্রি দিয়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এবার শিক্ষা বিভাগ কঠোর স্থিতি নিতে চলেছে। এর জন্য দুই দিনের মধ্যে বিএড ডিগ্রির প্রমাণ পত্র জমা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত ভুয়া ডিগ্রীধারী সনাক্ত করতে শিক্ষা বিভাগ এই তৎপরতা শুরু করেছে। একই সঙ্গে রাজ্যের ২২ টি জেলার ১১৩১ জন অতিরিক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যে শিক্ষা বিভাগ।

প্রসঙ্গত গত ৩১ জুলাই রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ এক নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের শিক্ষকদের বিএড ডিগ্রির প্রমাণ পত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। মূলত ভুয়া ডিগ্রীধারী সনাক্ত করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। গত কয়েক মাস ধরে সারা রাজ্য জুড়ে ভুয়া ডিগ্রির ব্যাপক চর্চা অবাক রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষক ভুয়া ডিগ্রি বিশেষ করে ভুয়া বিএড ডিগ্রি জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে এই সংক্রান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে শিক্ষা বিভাগ। এক্ষেত্রে নির্দেশ জারি করে শিক্ষা বিভাগ প্রত্যেক শিক্ষকদের নিজেদের বিএড ডিগ্রির প্রমাণপত্র, মার্কশিট জমা দিতে বলেছে। শিক্ষকদের এই বিএড ডিগ্রির প্রমাণ পত্র, মার্কশিট জমা পরার পর শিক্ষা বিভাগ প্রতিটি প্রমাণপত্র এবং মার্কশিটের সত্যতা যাচাই করে দেখবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই প্রক্রিয়ায় ভুয়া ডিগ্রিধারী শিক্ষক উদ্ধার হলে সেই শিক্ষকের চাকরি যাওয়া নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগ এই ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কম হলেও রাজ্যের ২২ টি জেলায় এক হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুসারে রাজ্যের ২২ টি জেলার ১১৩১ জন অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন। ফলে এই শিক্ষকদের প্রযয়োজনীয় খালি স্থান থাকা বিদ্যালয়ে নিযুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যে শিক্ষা বিভাগ। প্রাপ্ত তথ্য হিসাবে এই ২২ টি জেলার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় ১৭ জন অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন। একইভাবে বরপেটা জেলায় ২৩ জন, বঙাইগাঁও জেলায় ৪১ জন, চরাইদেউ জেলায় ৫ জন, দরং জেলায় ১৩ জন, ধামাদি জেলায় ৪৪ জন, ধুবড়ি জেলায় ১২২ জন, ডিব্রুগড় জেলায় ৩৪ জন, গোয়ালপাড়া জেলায় ১৭ জন, গোলাঘাট জেলায় ৩৬ জন, যোরহাট জেলায় ১২৭ জন, কামরূপ জেলায় ৬৭ জন, কামরূপ মেট্রোর জেলায় ৬০ জন, লক্ষ্মীমপুর জেলায় ১১১ জন, মাজুলী জেলায় ১২ জন, মরিগাঁও জেলায় ৬০ জন, নগাঁও জেলায় ২৮ জন, নলবাড়ি জেলায় ২০৩ জন, শিবসাগর জেলায় ১৬ জন, শোনিতপুর জেলায় ৭৪ জন, দক্ষিণ শালমারা ১১ জন এবং তিনসুকিয়া জেলায় ১০ জন অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন।

অবশেষে জেলা শিক্ষক পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষাবিভাগ এক নির্দেশ জারি করে বলেছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের খালি পদ রয়েছে। তাছাড়া খালি হয়ে থাকা শিক্ষকদের পদ গুলো যথেষ্ট প্রযয়োজনীয়। ফলে জেলা ভিত্তিক থাকা অতিরিক্ত শিক্ষকদের বিদ্যালয়গুলোর খালি স্থানে নিযয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অতিরিক্ত শিক্ষকদের নিযুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে অন্যদিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খালি পরে থাকা বিদ্যালয় গুলোর শিক্ষক পদে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি পাবে। এক্ষেত্রে অতি শীঘ্র পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলা শিক্ষক পরিদর্শকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ।

তৃনমূল সিপিএম সংঘর্ষে গ্রেপ্তার পাঁচ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেসরা আগস্ট সকালে ভুতুরা গ্রামপঞ্চায়েতের বেহিরা ভেজিনা গ্রামে তৃণমূল সিপিএম সংর্ঘষের ঘটনায় দুইপক্ষের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । চৌঠা আগস্ট শুক্রবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । মাঠে কাজ করছিলাম তখন পুলিশ আমাদের ধরে এনেছে দাবি গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচ অভিযুক্তের । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তেসরা আগস্ট সকাল সাতটা নাগাদ তৃণমূল সিপিএম সংর্ঘষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল মহম্মদবাজার ব্লকের বেহিরা ভেজিনা গ্রাম । সিপিএমের ঝর্না বিবি বলেন, তৃনমূল থেকে আমাদের বের করে দেওয়ায় নির্দল করতাম এখন সিপিএম করি । এখানে সিপিএম জিতেছে । গত রাতে এক টোটোচালক নিখিল রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় নিখিলকে মারধর করে তৃনমূলের লোকজন । সকালে তৃনমূলের লোকজন প্রশাসনের সামনে মেরেছে এমন চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে । তৃনমূল সমর্থক জাফিরা বিবি বলেন, আমরা তৃণমূল করি এখানে সিপিএম জিতেছে । সেইজন্য সিপিএমের লোকজন বলছে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না । সকালে বাঁশ,লাঠি, বোমা,হেসো,ঢিল নিয়ে সিপিএমের বীরু খাঁ,আমজাদ খা লোকজন নিয়ে আমার বাড়ী মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে । খবর পেয়ে সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহা চৌধুরীর নেতৃত্বে মহম্মদবাজার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । তৃনমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, পুরানোদিনের সন্ত্রাস মনে করিয়ে দিতে সিপিএম অত্যাচার লুটপাট করছে । সিপিএম গ্রামকে নষ্ট করার জন্য এইরকম করছে । সিপিএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বলরাম চ্যাটাজী বলেন, আমার কাছে কোনো খবর নেই । তৃনমূল নেতৃত্ব বালি,কয়লা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে লুট করছে ।

এনআইএ দ্বারা আটক তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শুক্রবার ভোর থেকে তল্লাশি চালানোর পর বেআইনি বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে মুরারই দুই নং ব্লকের কুশমোড় দুইনং অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ইসলাম চৌধুরীকে আটক করলো এনআইএ । ইসলাম চৌধুরীকে পাইকর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে আটক করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় । ইসলামের স্ত্রী পারভিন বিবি তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল ।
গত আঠাশে জুন সকালে নলহাটির বাহাদুরপুরে মনোজ ঘোষের একটি পাথর খাদানে হানা দিয়েছিল এনআইএ আধিকারিকরা । দীর্ঘ আট থেকে দশ ঘন্টা তল্লাশি চালান আধিকারিকরা । অফিসে সেই সময় মনোজ ঘোষের ম্যানেজার পার্থকুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিল । জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খাদানের কাছে একটি পরিত্যক্ত ঘরে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল এনআইএ । পুনর্নির্বাচনের দিন মনোজকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ । মনোজকে জেরা করে ইসলাম চৌধুরীর কথা জানতে পেরেছে বলে এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে ।

পাঁচ ঘণ্টা পর উঠলো ট্রেনের দাবিতে আন্দোলন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অমৃত ভারত প্রকল্পের সূচনার দিনেই ছয় আগস্ট রবিবার মুরারই স্টেশনে প্রায় পাঁচঘণ্টার রেল অবরোধে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা । করোনার পর থেকে বর্ধমান ‑ মালদা টাউন,রাজগীর ‑ হাওড়া প্যাসেঞ্জার সহ পাঁচ জোড়া ট্রেন বন্ধ । বহুবার রেলকে জানানো হলেও ভ্রুক্ষেপ করে নি রেল তাই বৃহত্তর আন্দোলনে নামে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । রাজগ্রাম,মুরারই থেকে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি আসার সরাসরি কোনো ট্রেন নেই । কোনো কাজে সদর শহর সিউড়ি আসতে হলে বাস পাল্টিয়ে বহু টাকা ও সময় ব্যয় করে আসতে হয় রাজগ্রাম,মুরারই এলাকার বাসিন্দাদের । তাই এবার পাকুড় থেকে অন্ডাল এবং মালদা টাউন থেকে আসানসোল (ভায়া ‑ মুরারই, সিউড়ি,চিনপাই,উখড়া) পর্যন্ত মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করার দাবি উঠেছে । তেভাগা, কুলিক,যোগবানী এক্সপ্রেস ট্রেনের মুরারই স্টেশনে স্টপেজের দাবি বহুদিনের । এইসব দাবিকে সামনে রেখে রবিবার ছয়ই আগস্ট রেল অবরোধে সামিল হয় মুরারই নাগরিক মঞ্চ । অবরোধের বিষয়ে রেল দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল বলে দাবি নাগরিক মঞ্চের । অবরোধের প্রস্তুতি হিসাবে গত সাতদিন ধরে গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার করা হয় । মুরারই ছাড়াও ঝাড়খণ্ড এবং মুশিদাবাদ জেলার বহু বাসিন্দা মুরারই স্টেশনে ট্রেন ধরে । রবিবার সকাল সাতটা থেকে মুরারই স্টেশনে রেল অবরোধ করে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । মুরারই স্টেশনের প্যানেল রুমে ঢুকে প্যানেল অপারেটিং দায়িত্বে থাকা রেলকমী অনন্ত সহুকে চেয়ার তুলে বের করে দিয়ে রুমে তালা মেরে দেয় মুরারই গ্রামপঞ্চায়েতের তৃনমূল সদস্যা ফাল্গুনী সিনহার নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা । রেল পুলিশের উপস্থিত ছিল ।নলহাটি স্টেশনে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আটকে পড়ে নিউ জলপাইগুড়িগামী বন্দে ভারত,সাইথিয়া স্টেশনে প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট আটকে পড়ে আগরতলাগামী কাঞ্চনজঙঘা এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে । চরম দুর্ভোগের শিকার হয় যাত্রীরা । এক মাসের মধ্যে দাবিগুলো সমাধানের আশ্বাস পেয়ে প্রায় দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয় ।

যুব কবি শিবরাম কুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ চির হরিৎ প্রকাশিত হলো

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ পুরুলিয়া সায়েন্স মিউজিয়ামে প্রকাশিত হল জেলার প্রতিবাদী যুব কবি তথা ঝালদার মহুকুমার এক প্রত্যন্ত এলাকার যুবক শিবরাম কুমারের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চির হরিৎ'। উল্লেখ্য শিবরাম কুমারের লেখা বিটিছেল্যা জনম টা কী পাপ?কবিতা গতবছর সমগ্র এলাকা জুড়ে ঝড় তুলেছিল। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া শহরের পৌর প্রধান নবেন্দু মাহালী, শিক্ষা রত্ন ডঃ দয়াময় রায়, শ্রদ্ধেয় দিব্যেন্দু শেখর, রবীন্দ্রনাথ নাথ মর্দানা, শিক্ষক বিনয় পাল, শিক্ষিকা দেবলীনা পান্ডে অধিকারী, শিক্ষিকা পারমিতা ব্যানার্জী, সমাজ সেবী সত্যজিৎ অধিকারী, বিমল পান্ডা, ঝুমুরিয়া অনিমেষ দাস প্রমুখ। শিবরাম কুমারের শিক্ষিকা পারমিতা ব্যানার্জী আজকের এই অনুষ্ঠানে তাঁর কাছে ছিল। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই শিবরামের আজকের এই সাহিত্য 'চিরহরিৎ'। সারা দেশের যুব সমাজ যখন মোবাইলে ব্যস্ত শিবরামের তখন এই কাব্যগ্রন্থ যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে বলে সকলেই মনে করেন। শিবরাম কুমার মঞ্চে কাঁপা গলায় বলেন সমস্ত জঙ্গলমহল বাসীর আশীর্বাদের ফল আমার এই চিরহরিৎ কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এই চিরহরিৎ কাব্যের মতো আমার সাহিত্য চর্চাও যেন চির হরিৎ থাকে।

বোলপুরে উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ রোটারী আন্তর্জাতিক জেলা ‑ ৩২৪০ এর অন্তর্গত রোটারী ক্লাব অফ বোলপুর রাঙামাটির উদ্যোগে এবং সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, আয়ুষ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের সহযোগিতায় সোমবার ০৭ই অগষ্ট বোলপুরের সানাই লজে অনুষ্ঠিত হলো উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি(Awareness Programme on Ayurveda for Better Health)এবং বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রক্ত পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রোটারী ক্লাব অফ বোলপুর রাঙামাটির সভাপতি রোটারিয়ান সুদীপ্ত আচার্য্য, সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতার সহ অধিকর্তা ডাঃ টি. কে. মন্ডল, রিসার্চ অফিসারডাঃ দেবজ্যোতি দাস, ল্যাব টেকনিশিয়ান তথা সমাজ সেবী উৎপল হাজরা, ফার্মাসিস্ট সন্দীপ দলুই, কর্মী কার্তিক হাজরা, রোটারী অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্ণর ডঃ শুভংকর ঘোষ সহ রোটারী ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ এবং বোলপুর শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। এই শিবিরে মোট ১৪৭ জনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রদান করা হয়। রোটারী ক্লাবের সভাপতি রোটারিয়ান সুদীপ্ত আচার্য্য তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর রিসার্চ অফিসার, ডাঃ দেবজ্যোতি দাস এবং সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতার সহ অধিকর্তা ডাঃ টি. কে. মন্ডল তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রাসঙ্গিকতা এবং বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরেন। রোটারিয়ান সুশীল কুমার ঘোষের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি জাতীয় এসসি কমিশনের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মহম্মদবাজার ব্লকের সারেনডা গ্রামে মৃত বিজেপি কমী দিলীপ মাহারার বাড়ীতে গিয়ে রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার । চেয়ারম্যান অরুণ হালদার বলেন, মূল কালপ্রিট একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য পুলিশ প্রশাসন তাকে গ্রেপ্তার করছে না । এবার জাতীয় এসসি কমিশন ব্যবসথা নেবে । পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে । রাজ্যের ছয় জায়গায় এসসি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি কিন্তু প্রোটোকল অনুযায়ী ডিএম এসপি উপস্থিত থাকেন নি । এখানেও তার অন্যথা হয় নি । একজন জুনিয়র অফিসারকে পাঠিয়ে দিয়েছিল । অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরাগ নাগ,সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন । দুপুরে সিউড়ি সার্কিট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কমিশনে অভিযোগ হয়েছে । ভোটের আগে এটা একটা পরিস্কার পলিটিক্যাল খুন । অফিসারদের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বলেছি । পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি,প্রথম কিস্তির চার লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা, তিনমাস ফ্রী রেশন দিতে বলেছি । ৩৩৮ নং জুডিশিয়াল পাওয়ার আছে অফিসার এমনকি আইএএস আইপিএস অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে । আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও এসপি আসলেন না । এসপি ছুটিতে আছে বলছে । দেরিতে হলেও ডিএম এসেছিলেন । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের দলিত মন্তব্য প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, হেয়ারিং তারিখ পড়ে গিয়েছে । অভিযোগ প্রমাণ হলে শাস্তি হবে । গত ছয় জুলাই ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয় । বাড়ী সারেন্ডা গ্রামে । দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী ছিল ।

ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবটেবরী উদ্বোধন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার তেসরা আগস্ট বিকালে সিউড়ি জেলা সদর হাসপাতালের ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবটেবরীর ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ নীতা শুক্লা,সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকার,হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল । প্রকল্প ব্যয় আনুমানিক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা । সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, এক ছাতার তলায় আনা হলো যাতে এক জায়গায় সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যায় । আগস্ট মাসের মধ্যে পরিষেবা শুরু হবে ।

ট্রেনের দাবিতে আন্দোলনের পথে মুরারই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ করোনার পর থেকে বর্ধমান ‑ মালদা টাউন,রাজগীর ‑ হাওড়া প্যাসেঞ্জার সহ ছয় জোড়া ট্রেন বন্ধ । রাজগ্রাম, মুরারই থেকে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি যাওয়ার সরাসরি কোনো ট্রেন নেই । তাই এবার পাকুড় থেকে অন্ডাল এবং মালদা টাউন থেকে আসানসোল পর্যন্ত (ভায়া ‑ মুরারই,রামপুরহাট, সিউড়ি,চিনপাই,উখড়া) মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করার দাবি উঠলো । আগামী রবিবার ছয়ই আগস্ট রেল অবরোধের ডাক দিয়েছে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । অবরোধের বিষয়ে আগেই রেল দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলে নাগরিক মঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে । মুরারই নাগরিক মঞ্চের কোঅডিনেটার কাঞ্চন হক এবং ঝুনু শেখ বলেন, করোনার পর থেকে ছয়জোড়া ট্রেন বন্ধ । বহুবার জানানো হলেও ভ্রুক্ষেপ করে নি রেল । রাজগ্রাম,মুরারই থেকে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি আসার সরাসরি কোনো ট্রেন নেই । কোনো কাজে সদর শহর সিউড়ি যেতে হলে বাস পাল্টিয়ে বহু টাকা ও সময় ব্যয় করে যেতে হয় । তাই এবার পাকুড় থেকে অন্ডাল এবং মালদা টাউন থেকে আসানসোল (ভায়া ‑ রামপুরহাট,সিউড়ি,চিনপাই, উখড়া) মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করার দাবি জানাচ্ছি । যোগবানী,তেভাগা ও কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনের মুরারই স্টেশনে স্টপেজের দাবি জানাচ্ছি । এইসব দাবিকে সামনে রেখে আগামী রবিবার ছয়ই আগস্ট রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । অবরোধের বিষয়ে একমাস আগে রেল দপ্তরকে জানানো হয়েছে । অবরোধের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার করছি । সেইদিন দাবি পূরণ না হলে আমরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো । মুরারই সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এবং মুশিদাবাদ জেলার বহু বাসিন্দা মুরারই স্টেশনে ট্রেন ধরেন । রবিবার অবরোধে প্রায় আট থেকে দশ হাজার মানুষ সামিল হবে বলে আশা নাগরিক মঞ্চের ।

কয়লা উদ্ধার সদাইপুর থানার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ‑ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে হাজরাপুর জঙ্গলের কাছে সিউড়িগামী একটি ট্রাক থেকে পনেরো টন কয়লা উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ । আনুমানিক মূল্য প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা । যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভাত ছিটিয়ে দিনেদুপুরে টাকা ছিনতাই সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পেনশন তুলে বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় শুক্রবার দুপুরে গায়ে এঁটো ভাত ছিটিয়ে এক বৃদ্ধের বাহাত্তর হাজার টাকা ছিনতাই করার অভিযোগ উঠলো দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাস্থল সিউড়ি মসজিদ মোড় সেন্ট্রাল ব্যাঙক অফ ইন্ডিয়া ।অজয়পুর গ্রামের বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, ব্যাঙক থেকে পেনশন তুলি উনপঞ্চাশ হাজার টাকা আগে তেইশ হাজার টাকা ছিল মোট বাহাত্তর হাজার টাকা ব্যাগে রাখি । ব্যাঙক থেকে বেরোতেই গায়ে পড়ে এঁটো ভাত । একজন লোক ভাত গায়ে লেগে থাকার কথা বলে । তখন ব্যাগটা গাড়ীর উপর রেখে কলে জামা ধুতে যাই । ফিরে এসে দেখি ব্যাগটা নাই । ব্যাগ ছিনতাই হয়ে গিয়েছে । ব্যাগে বাহাত্তর হাজার টাকা ছিল । অতোগুলো টাকা হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম । থানায় জানিয়েছি । পুলিশ এসেছিল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

ক্যানেলে পড়লো বাস জখম নয় যাত্রী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মা মাটি মানুষ ‑ শুক্রবার দুপুরে সাইথিয়া থেকে সিউড়িগামী একটি বেসরকারি বাস খয়রাকুরির ষাটনং জাতীয় সড়কের কাছে ওভারটেক করতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিউড়ি তিলপাড়া ক্যানেলের জলে পড়ে যায় । ঘটনায় আহত হয় থেকে নয় বাসযাত্রী । চিকিৎসার জন্য জখমদের সিউড়ির সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । ঘটনাস্থল পৌঁছায় মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । বাসটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ । জখম যাত্রী তন্ময় ঘোষ বলেন, মহম্মদবাজার থেকে উঠেছিলাম । দুর্ঘটনায় আমার পায়ে আঘাত লেগেছে । অন্য বাসের যাত্রী তাপস ঘোষ বলেন, রামপুরহাট থেকে একটা বাসে সিউড়ি আসছিলাম । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় ।

মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে জাতীয় এসসি কমিশন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মহম্মদবাজার ব্লকের সারেনডা গ্রামে মৃত বিজেপি কমী দিলীপ মাহারার বাড়ীতে গিয়ে রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার । চেয়ারম্যান অরুণ হালদার সাংবাদিকদের বলেন, মূল কালপ্রিট একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য পুলিশ প্রশাসন তাকে গ্রেপ্তার করছে না । এবার জাতীয় এসসি কমিশন ব্যবসথা নেবে । পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে । রাজ্যের ছয় জায়গায় এসসি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি কিন্তু প্রোটোকল অনুযায়ী ডিএম এসপি উপস্থিত থাকেন নি । এখানেও তার অন্যথা হয় নি । একজন জুনিয়র অফিসারকে পাঠিয়ে দিয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ছয় জুলাই ভোরে সারেনডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয় ।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম স্বস্তি পেলেন রাহুল

পাঁচ মাসের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে সুপ্রিম স্বস্তি পেলেন রাহুল গান্ধী। লোকসভায় সদস্যপদ ও পুনরুদ্ধার হল তাঁর। মোদী পদবী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর থেকেই রাহুল গান্ধীর সংসদে ফেরা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। গত শুক্রবারই সুরাত আদালতের রায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সাংসদ পদ ফিরে পেলেন কংগ্রেস নেতা। সোমবার স্পিকারের সচিবালয় থেকে জারি করা হয়েছে এই নির্দেশ। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট, রাহুল গান্ধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার সময় বলেছিল যে তার মন্তব্য ভাল রুচির না হলেও, সংসদ থেকে তার অযোগ্যতা তার নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। যাইহোক, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরে, সত্যটি নিশ্চিত হয়েছে যে ভারতে গণতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকায় শীর্ষ আদালতের অস্তিত্ব রয়েছে। এ বিশ্বাসের ওপর জনসাধারণের বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে। আদালতের

এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হল, রাজনীতিতে মানহানি আইনের অপব্যবহার করা হয় বিরোধীদের সাথে স্কোর মীমাংসা করতে। নিঃসন্দেহে, এই ধরনের মামলাগুলি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপ্রয়োজনীয় বাধা দেয়। যা কখনো গণতন্ত্রের স্বার্থে বলা যাবে না। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা ২৩ শে মার্চ দেওয়া সুরাট আদালতের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আসলে, এতে রাহুল গান্ধীকে একটি অজানা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। যাই হোক, দোষী সাব্যস্ত হওয়াকে সঠিক বলে মেনে নিলে, কোনো অপরাধমূলক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ডের বিধানকে যৌক্তিক বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ আদালতও বলেছে যে ট্রায়াল কোর্টের বিচারক সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট কারণ দেননি। এমতাবস্থায় যুক্তি ছিল যে, এই মানহানির মামলায় যদি একদিনেরও কম সাজা হয়, তাহলে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিধানে অবিলম্বে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করার দরকার ছিল না। যুক্তি ছিল যে মানহানির ক্ষেত্রে একটি জামিনযোগ্য, অজ্ঞানযোগ্য এবং জটিল অপরাধ, সর্বোচ্চ শাস্তি আরোপ করা অনুচিত। একইভাবে, সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রাখার ক্ষেত্রে সুরাট দায়রা আদালত এবং গুজরাট হাইকোর্টের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের কারণে যে উত্থানপতন হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। যাইহোক, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকেও ভাল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এছাড়াও, জনজীবনে সক্রিয় একজন ব্যক্তিকে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তবে এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাবেন রাহুল গান্ধী। এবার তাঁর লোকসভার সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার পথ খোলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমালোচনায় সংযম দেখানোর জন্য এই ঘটনাটি সব রাজনীতিবিদদের জন্য একটি বড় শিক্ষা। এ ধরনের ঘটনা সমাজে ভালো বার্তা দেয় না। রাজনীতিবিদদের এই আগ্রাসন সময়ের সাথে সাথে সমাজে নেতিবাচক প্রবণতাকেই উৎসাহিত করে। তবে সামাজিক সম্প্রীতি ও সম্প্রীতির জন্য প্রযোজন রাজনীতিবিদদের বাগাড়ম্বরে সংযম থাকা উচিত। বিশেষ করে জনজীবনে বড় দলগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতিবিদদের এমন আচরণ করতে হবে যা আগামী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হবে। এটাও সময়ের দাবি।

জানা অজানা

আনন্দম পাঠ চক্র দ্বারা হলুদপুকুর ও বনকাটি তে বৃক্ষ রোপন করা হলো

পর্য্যাবরণ কে ঠিক রাখার জন্য বৃক্ষ লাগানো দরকার : সুনীল কুমার দে

৬ ই আগস্ট হিরোসীমা দিবস উপলক্ষে জামশেদপুরের আনন্দম পাঠ চক্র সংস্থা দ্বারা মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় হলুদপুকুর ও বনকাটি তে পর্য্যাবরণ কে ঠিক রাখার জন্য বৃক্ষ রোপন কার্য্যক্রম করা হলো।এই উপলক্ষে কবি,লেখক,সমাজ সেবী ও মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে বললেন, একটি গাছ একটি জীবন।পর্য্যাবরণ কে ঠিক রাখার জন্য গাছ লাগানো খুবই প্রয়োজন।গাছ লাগানো ও হলো একটি পুণ্যের কাজ।এই উপলক্ষে আনন্দম পাঠ চক্রের পক্ষ থেকে মিতু কুমারী,বিনীতা কুমারী, রবি কুমার, ফরিন্দর কুমার মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে, প্রবীর মণ্ডল,রিতা রানী মণ্ডল,কবিতা মণ্ডল,আকাশ মণ্ডল,জয়দেব মণ্ডল,অমল মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পর্তুগিজ দখল থেকে যেভাবে গোয়াকে মুক্ত করেছিল ভারতীয় সৈন্যরা

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ নেতা কৃষ্ণ মেনন থাকতেন বিদেশে আর সেখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে খুবই সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন। মি. মেনন বলতেন গোয়া যেন ভারতের মুখে একটা ব্রণের মতো। প্রায়ই মি. নেহরুকে তিনি বলতেন যে গোয়াকে 'ফিরিয়ে আনা দরকার'।

তবে, গোয়া নিয়ে মি. নেহরুর এক ধরনের 'মেন্টাল ব্লক' ছিল। পশ্চিমা দেশগুলিকে আশ্বস্ত তিনি করেছিলেন যে জোর করে গোয়া দখলের চেষ্টা করবেন না তিনি।

কিন্তু কৃষ্ণ মেনন মি. নেহরুকে বোঝাতে সক্ষম হন যে পর্তুগালের এই উপনিবেশটি নিয়ে তিনি দ্বৈত মনোভাব পোষণ করতে পারেন না। একদিকে বর্ণবাদী দেশগুলোর সমালোচনা করলেও, অন্যদিকে ভারতের মধ্যেই গোয়াকে পর্তুগিজদের দখলে রাখা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন জওহরলাল নেহরু। পর্তুগিজদের গোয়া থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মি. নেহরু সেনাবাহিনী পাঠিয়ে গোয়াকে মুক্ত করার পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'গোয়া, ১৯৬১ দ্য কমপ্লিট স্টোরি অফ ন্যাশানালিজম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন' বইয়ের লেখক বাল্মীকি ফেলেরো লিখেছেন, ভারতীয় সৈন্যদের জড়ো করা শুরু হয় দোসরা ডিসেম্বর, ১৯৬১। আগ্রা, হায়দ্রাবাদ আর তৎকালীন ম্যাড্রাস ৫০ নম্বর প্যারাসুট ব্রিগেডকে বেলাগাভিতে আনা হয়েছিল।

উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে ১০০টিরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করে দেওয়া হয়েছিল বেলাগাভিতে সৈন্যদের পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রেনও বেলাগাভিতে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এর ফলে আহমেদাবাদের বেশ কয়েকটি কাপড়ের মিল কয়লার ঘাটতির কারণে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

পর্তুগালও ভারতীয় বাহিনীর মোকাবেলার প্রস্তুতি শুরু করে।

তারা 'ইন্ডিয়া' নামের একটি জাহাজ পাঠিয়ে দেয় গোয়ার উদ্দেশ্যে, যাতে 'বাঙ্কো ন্যাশনাল আল্ট্রামারিনো'তে জমা করা সোনা এবং পর্তুগিজ নাগরিকদের স্ত্রীসন্তানদের লিসবনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

পিএন খেরা তার 'অপারেশন বিজয়, দ্য লিবারেশন অফ গোয়া অ্যান্ড আদার পর্তুগিজ কলোনিজ ইন ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছেন, নয় ডিসেম্বর, ১৯৬১, পর্তুগিজ জাহাজটি থেকে মুরমুগাও পৌঁছিয়েছিল। জাহাজটি ১২ ডিসেম্বর লিসবনের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা শুরু করেছিল।

জাহাজে ৩৮০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল, তবে জাহাজে চড়ে বসেন প্রায় ৭০০ নারী ও শিশু। সে জাহাজে এত বেশি যাত্রী ছিল যে কিছু যাত্রীকে টয়লেটেও বসতে হয়েছিল।।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ ডিসেম্বর মাসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেন যাতে গোয়ায় সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত থেকে তাকে নিরস্ত করা যায়।

গোয়ায় সামরিক অভিযানের দিন ঠিক করা হয়েছিল ১৪ই ডিসেম্বর। তবে পরে তা আরও দুদিন পিছিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর করা হয়। এর ঠিক একদিন আগে, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ মি. গলব্রেথ মি. নেহেরু এবং তার অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

এডিলা গাইতোন্ডে তার 'ইন সার্চ অফ টুমরো' বইতে লিখেছেন, মোরারজি গোয়ায় সহিংসতার বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঔপনিবেশিক সমস্যা সমাধানের জন্য অহিংসার পথ নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন।

পর্তুগিজরা যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপরে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, ১৬ই ডিসেম্বর রাতে পর্তুগিজ গভর্নর জেনারেল এবং তার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ তাদের এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ের ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. নেহরুর সঙ্গে ১৭ তারিখ আবার দেখা করেন এবং প্রস্তাব দেন যে ভারত গোয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখুক।

সেই বৈঠকে উপস্থিত কৃষ্ণ মেনন মি. নেহেরু এবং মি. গলব্রেথকে বলেছিলেন যে 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে'। ভারতীয় সৈন্যরা গোয়ায় প্রবেশ করেছে এবং তাদের ফিরিয়ে যাবে না।

তবে, বহু বছর পর কৃষ্ণ মেনন এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে ওই বৈঠকে তিনি সঠিক তথ্য দেন নি, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়ার সীমা অতিক্রম করেনি।

সেই রাতেই কৃষ্ণ মেনন গোয়ার সীমান্তে পৌঁছে ভারতীয় বাহিনী পরিদর্শন করেন।

মি. মেনন জওহরলাল নেহরুকে সামরিক অভিযানের নির্ধারিত সময়টি জানানোর আগেই ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করেছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৭ থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মাঝরাতে গোয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্র ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে 'ব্যানার হেডলাইন' প্রকাশ করেছিল, যা বাংলা করলে দাঁড়ায় 'অবশেষে আমাদের সেনা গোয়া, দমন আর দিউতে প্রবেশ করেছে'।

গোয়ায় প্রবেশ করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। গোয়া দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথের নেতৃত্বে ১৭ নম্বর পদাতিক ডিভিশনের ওপরে।

ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তার 'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী' বইতে লিখেছেন, ১৮ই ডিসেম্বর সকালে, ভারতীয় সৈন্যরা উত্তরে সাওয়ান্তওয়াড়ি, দক্ষিণে কারওয়ার এবং পূর্বে বেলগাঁও থেকে গোয়ায় প্রবেশ করে।

এরই মধ্যে ভারতীয় বিমানগুলি গোয়া জুড়ে লিফলেট ফেলে গোয়ানিজদের শান্ত আর সাহসী থাকতে বলে। লিফলেটে বলা হয়েছিল, আপনারা স্বাধীনতার জন্য আনন্দ করুন এবং সেটিকে জোরদার করুন।

ভারতীয় বাহিনী রাজধানী পানাজি ঘিরে ফেলে ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ। পর্তুগিজরা যেখানে ল্যান্ডমাইন বিছিয়ে রেখেছিল সেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিল স্থানীয় মানুষরাই। অপারেশন শুরুর ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পর্তুগিজ গভর্নর জেনারেল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা পানাজিতে প্রবেশ করলে তারা পর্তুগিজ অফিসার এবং তাদের সৈন্যদের শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখতে পায়।

তাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা এতটাই নিষ্ঠুর যে তারা যদি কোনো পর্তুগিজ সৈন্যকে তার ইউনিফর্ম দেখে চিনে ফেলে, তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করবে।

ব্রিগেডিয়ার সাগত সিংএর নেতৃত্বে, ৫০নম্বর প্যারাসুট ব্রিগেডের ওপরে যা দায়িত্ব ছিল, তারা তার থেকে অনেক দ্রুত পানাজিতে পৌঁছে যায়। এতে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

জেনারেল ভি কে সিং, যিনি ব্রিগেডিয়ার সাগত সিংয়ের একটি জীবনী লিখেছেন, তিনি বলেছেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ব্যাটালিয়ন পানাজিতে পৌঁছে যায়। তবে তখন রাত হয়ে গেছে বলে সাগত সিং তার ব্যাটালিয়নকে থামিয়ে দেন।

তার যুক্তি ছিল যে পানাজি একটি জনবহুল এলাকা, রাতে আক্রমণ করলে বেসামরিক নাগরিকরা মারা যেতে পারেন। পরদিন সকালে তারা নদী পার হয়।

পর্তুগিজ সরকার ভারতীয় সৈন্যদের আটকানোর জন্য একটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল। সাগত সিংয়ের বাহিনীকে সাঁতার কেটে নদী পার হতে হয়। গোয়া অভিযান শেষ করে ১৯৬২'র জুনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা আগ্রায় ফিরে এসেছিল।

আগ্রার বিখ্যাত ক্লার্কস শিরাজ হোটেলে এক মজার ঘটনা ঘটে।

মেজর জেনারেল ভিকে সিং বলছিলেন, ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং বেসামরিক পোশাকে সেখানে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা কয়েকজন পর্যটকও সেখানে ছিলেন।

তারা সাগত সিংয়ের দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন এসে মি. সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং'?

তিনি বললেন, আপনি কেন এটা জানতে চাইছেন? ওই পর্যটক বলেন, আমরা পর্তুগাল থেকে এখানে এসেছি। সেখানে সব জায়গায় আপনার পোস্টার দেওয়া হয়েছে, তার উপরে লেখা আছে যে আপনাকে ধরতে পারবে সে দশ হাজার ডলার পাবে।

ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং যদি আপনি বলেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেই পর্যটক হেসে বলেন যে 'আমরা আর পর্তুগালে ফিরে যাব না।

ওদিকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে সেন্সরের অধীনে থাকা সংবাদমাধ্যম গোয়ায় পর্তুগিজ সৈন্যদের কঠোর প্রতিরোধ এবং ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের খবর দিচ্ছিল সেখানকার মানুষকে। পর্তুগিজ সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করেছে বলে মিথ্যা খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। পর্তুগালের জনগণকে বলাই হয়নি যে খুব কমসংখ্যক পর্তুগিজ সৈন্য গোয়ায় মোতায়েন করা ছিল। তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল না, তেমনই তাদের এই ধরনের অভিযান মোকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি।

তারা যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইতও, তাদের কাছে যথেষ্ট সরঞ্জাম ছিল না।

পর্তুগাল যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গোয়ার বিষয়টি উত্থাপন করে, তখনও পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম অতিরঞ্জিত করে দাবি করছিল যে দেড় হাজার ভারতীয় সৈন্য নিধন হয়েছে।

গোয়া রেডিওতে ১৮ই ডিসেম্বর সারা দিন ধরে যুদ্ধের সঙ্গীত বাজতে থাকে কিন্তু তারা ভারতীয় সৈন্যদের গোয়ায় প্রবেশের কোন খবর দেয়নি।

ভারতীয় বিমানগুলি ডাবোলিম বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পড়ুয়াদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল।

পুনের বিমানঘাঁটি থেকে ১৮ই ডিসেম্বর ঠিক সকাল সাতটায় স্কোয়াড্রন লিডার জয়বন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে ছয়টি হান্টার বিমান আকাশে ওড়ে। ওই বিমানগুলি বাম্বোলিমের বেতার কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে সেটি ধ্বংস করে দেয়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোয়া।

গোয়া রেডিওর সেই বিখ্যাত ঘোষণা, 'এটা পর্তুগাল, আপনারা শুনছেন রেডিও গোয়া' চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

অন্যদিকে ১২টি ক্যানবেরা আর চারটি হান্টার প্লেন পুনা থেকে গোয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে যায়। তারা গোয়ার ডাবোলিম বিমানবন্দরের রানওয়েতে এক হাজার পাউন্ড ওজনের ৬৩টি বোমা ফেলে।

বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, প্রথম রাউন্ডে ৬৩টি হাজার পাউন্ড বোমা ফেলার পরে ভারতীয় বিমানবাহিনী থেমে থাকে নি। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা সেখানে আবার আক্রমণ করে এবং এবার মোট ৪৮ হাজার পাউন্ড বোমা ফেলে।

আধ ঘণ্টা পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভিভিয়ান গুডউইনকে পাঠানো হয় ডাবোলিম বিমানবন্দরে হামলার ফলে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হল, তার ছবি তোলার জন্য।

ছবিতে দেখা যায় যে বিমানবন্দরে সেরকম কোনও ক্ষতি হয়নি। এরপর তৃতীয় একটি হামলা চালানো হয়েছিল।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ডাবোলিম বিমানবন্দরে মাত্র কয়েকটি গর্ত তৈরি হয়েছিল। গোয়ায় মোতায়েন পর্তুগিজ কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা স্ত্রী ও সন্তানদের বিমানে করে পর্তুগালে পাঠিয়ে দেবেন।

সে সময় ডাবোলিমে মাত্র দুটি বিমান ছিল।

অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাবোলিম বিমানবন্দরের রানওয়েতে সৃষ্ট গর্তগুলো দ্রুত মেরামত করা হয়।

চারদিক দিয়ে ভারতীয় বাহিনী ঘিরে থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল সিলভা ওই বিমান দুটি ওড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, পর্তুগিজ অফিসারদের স্ত্রী ও সন্তানদের দুটি প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্রও চাপানো হয় বিমানে। ওই বিমান দুটি অন্ধকারের মধ্যেই খুব ঝুঁকি নিয়ে মাত্র ৭০০ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে থেকে আলো না জ্বালিয়ে আকাশে ওড়ে।

সমুদ্রে অবস্থানরত ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলি থেকে ওই বিমান দুটি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। খুব নিচু দিয়ে উড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমান দুটি।

ইতিমধ্যে গোয়ার গভর্নর জেনারেল মেজর জেনারেল সিলভা ভাস্কো দা গামা পৌঁছান। মেজর বিল কারভেলোর নেতৃত্বে শিখ রেজিমেন্টের সৈন্যরা আগেই সেখানে পৌঁছায়। ব্রিগেডিয়ার রবি মেহতা একটি সাক্ষাৎকারে বাল্মিকি ফেলেরোকে বলেছিলেন, মেজর বিল কারভেলো, ক্যাপ্টেন আরএস বালি এবং আমি সেই ভবনের গেটে পৌঁছই, যেখানে জেনারেল সিলভা ছিলেন। জেনারেল সিলভা যেখানে বসেছিলেন সেই টেবিলে আমরা পৌছাই। ততক্ষণে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তাদের প্রতিরোধ করার কোনো উপায় ছিল না। বিল গভর্নরকে স্যালুট করলেন, গভর্নর উঠে দাঁড়িয়ে সেই স্যালুটের প্রত্যুত্তর দিলেন। বিল বলল যে আপনি আপনার সৈন্যদের অস্ত্র নামিয়ে রেখে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিন। তিনি গভর্নরকে বলেছিলেন যে তাকেও তার বাসভবনে যেতে হবে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য তার উপর নজর রাখবে।

কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান রাতে হবে।

আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানটা হয় ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর রাত নয়টা ১৫ মিনিটে। তখন সেখানে হাতে গোনা কয়েকজনই মাত্র হাজির ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ড. সুরেশ কানেকার যিনি গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ছিলেন।

তিনি তার ২০১১ সালে প্রকাশিত 'গোয়া'স লিবারেশন অ্যান্ড দেয়ার আফটার' বইতে লিখেছেন, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি একটি খোলা মাঠে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁ একটি জিপে বসে ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত গাড়িগুলিকে ইংরেজি 'সি' অক্ষরের আকারে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গাড়িগুলির হেডলাইট জ্বলছিল আর যেখানে জেনারেল সিলভা আত্মসমর্পণ করবেন, সেই জায়গাটাতে গাড়ির আলো ফেলা হচ্ছিল। জেনারেল সিলভাকে প্রায় পৌনে নয়টায় সেখানে আনা হয়। তার সঙ্গে তার চিফ অফ স্টাফ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মার্ক ডি আন্দ্রেদ ছিলেন। তাদের প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করানো হয়। ভারতীয় সৈন্যরা তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

ডক্টর কানেকার আরও লিখেছেন, যখন ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁকে জানানো হয় যে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি তাঁর জিপ থেকে নেমে জেনারেল সিলভার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁকে সম্বোধন করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা বলেছিলেন যে গোয়া, দমন এবং দিউএর গভর্নর জেনারেল তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করছেন।

নন্দার নির্দেশে, জেনারেল সিলভা অগ্রসর হন। তিনি ধিলোঁকে স্যালুট করেন। তবে ধিলোঁ পাল্টা স্যালুট করেন নি। এটি আমাকে কিছুটা অবাক করে দিয়েছিল, কারণ সিলভা ছিলেন একজন মেজর জেনারেল আর ধিলোঁর র‍্যাঙ্ক তার থেকে পরে ছিল। তিনি ধিলোঁর হাতে আত্মসমর্পণের নথি তুলে দেন। এরপর ধিলোঁ তার জিপে ফিরে যান এবং সিলভাকে হেফাজতে নিয়ে আরেকটি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো অনুষ্ঠানে সিলভা বা ধিলোঁ কেউই একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। ভাস্কো দা গামায় হাজির না থাকায় ভারতীয় সেনা কমান্ডার জেনারেল ক্যান্ডেথ আত্মসমর্পণ করাতে পারেননি। আত্মসমর্পণের সময় ক্যান্ডেথ জানতেনই না যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভাস্কো দা গামায় পৌঁছেছে। রাত ১১টা নাগাদ টেলিফোনে তিনি গোটা বিষয়টি জানতে পারেন।

ওই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কোনও ছবি নেই।

সুরেশ কানেকার লিখেছেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য একজন ফটোগ্রাফারের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ছিল না।

নন্দা ফটোগ্রাফারকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ইশারা করলেই ছবি তুলতে হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নন্দা ইশারা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই ফটোগ্রাফারও আর ছবি তোলেন নি।

কয়েকদিন পর, দক্ষিণ কমান্ডের প্রধান জেনারেল জে এন চৌধুরী পর্তুগিজ জেনারেল সিলভার সঙ্গে তার কারাগারে দেখা করতে যান। জেনারেল সিলভার সহকর্মী জেনারেল কার্লোস আজেরেডো তার 'ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেজ অফ এ সোলজার অফ দ্য এম্পায়ার' বইতে লিখেছেন, জেনারেল চৌধুরী সিলভার সেলের মধ্যে একাই প্রবেশ করেছিলেন। জেনারেল সিলভা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু চৌধুরী তার কাঁধ চাপড়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। এর পর জেনারেল চৌধুরী নিজেই একটা চেয়ার টেনে জেনারেল সিলভার সামনে বসলেন। জেনারেল সিলভাকে জেনারেল চৌধুরী বলেছিলেন, তার যদি কিছু দরকার হয় তবে তিনি কমান্ডার বিল কারভেলোকে জানাতে পারেন। জেনারেল চৌধুরী মি. সিলভাকে আশ্বস্ত করেন যে তার স্ত্রী নিরাপদে আছেন এবং ভারত সরকার তাকে শীঘ্রই লিসবনে পাঠিয়ে দেবে।

এরপর ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল পিএন থাপারও সিলভার সঙ্গে দেখা করতে যান। এর পরে মি. সিলভাকে আরও ভালো একটা ভবনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল সিজার লোবোর তত্ত্বাবধানে রাখা হয় তাকে। মি. লোবো সাবলীলভাবে পর্তুগিজ বলতে পারতেন।

জেনারেল চৌধুরীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মি. সিলভার স্ত্রী ফার্নান্দা সিলভার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, তাকে ডোনা পাওলার সরকারি বাসভবন থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পানাজির রাস্তায় তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। প্রাক্তন মুখ্য সচিব অ্যাবেল কোলাসো তাকে তার সরকারি বাসভবনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যখন বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হয়, তখন মি. নেহরু অ্যাবেল কোলাসোর প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত নারীর সঙ্গে ভদ্রজনোচিত আচরণ করেছিলেন।

ফার্নান্দা সিলভাকে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬১ তারিখে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমানে গোয়া থেকে বোম্বেতে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখান থেকে লিসবনের বিমানে তুলে দেওয়া হয়।

তার স্বামী জেনারেল সিলভা পাঁচ মাস পর দেশে ফেরেন।

এই অভিযানে ভারতের ২২ জন সেনা নিহত এবং ৫৪ জন সেনাসদস্য আহত হন।

অর্জুন সুব্রামানিয়ামের 'ইন্ডিয়াজ ওয়ারস্ ১৯৪৭ - ১৯৭১' বইয়ে লিখেছেন পর্তুগিজ সেনাবাহিনীর ৩০ জন সদস্য মারা গিয়েছিলেন আর ৫৭ জন আহত হন।

বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, যুদ্ধবন্দী পর্তুগিজ সেনারা লিসবনে ফিরে যাওয়ার পরে তাদের সঙ্গে অপরাধীদের মতো আচরণ করে সেখানকার সামরিক পুলিশ। হেফাজতে নেওয়া হয় তাদের। সৈন্যদের পরিবারের সদস্যরা বিমানবন্দরে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু দেখা করতে দেওয়া হয় নি। তাদের কোনও অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং 'কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক' বলে অপমান করা হয়। গভর্নর জেনারেল সিলভা সহ প্রায় এক ডজন অফিসারকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে কোনও সরকারি পদে থাকার ওপরে সারাজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ১৯৭৪ সালে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে, বরখাস্ত হওয়া সৈন্যদের পুনর্বহাল করা হয় এবং মেজর জেনারেল সিলভাকে সেনাবাহিনীতে তার পুরানো পদে ফিরিয়ে আনা হয়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

দাঙ্গাকবলিত নূহতেও এবার 'বুলডোজার জাস্টিস'

নয়াদিল্লি ঃ হরিয়ানায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত নূহতে প্রশাসন আজ নিয়ে টানা চারদিন ধরে বুলডোজার দিয়ে বহু বাড়িঘর ও দোকানপাট ভেঙ্গে দিচ্ছে।

সরকার যদিও দাবি করছে এর সঙ্গে সাম্প্রতিক দাঙ্গার কোনও সম্পর্ক নেই, তবে ঘটনা হল বেছে বেছে তাদেরই দোকানপাট ভাঙা হচ্ছে যারা ওই হিংসায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ।

যেমন, রবিবার সকালেই নূহতে 'সাহারা ফ্যামিলি হোটেল' নামে একটি মুসলিম মালিকানাধীন চারতলা হোটেল ভবন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত সোমবার (৩১ শে জুলাই) নূহতে সহিংসতার দিন ওই হোটেল ভবনের ছাদ থেকেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পাথর ও ইঁট ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।

নূহ জেলার সরকারি টাউন প্ল্যানার ভিনেশ কুমার অবশ্য আজ দাবি করেছেন, ওই হোটেলটির স্থাপনা পুরোপুরি অবৈধ ছিল এবং সেটিকে ভাঙার ব্যাপারে অনেক আগেই তারা নোটিশ দিয়েছিলেন।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসামসহ বিভিন্ন বিজেপিশাসিত রাজ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামায় কেউ জড়িত বলে অভিযোগ উঠলেই তাদের সম্পত্তিবাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে।

আইনআদালতে কেউ দোষী বলে প্রতিপন্ন হওয়ার আগেই তাদের বাড়িঘর ভেঙে দিয়ে এভাবে শাস্তি দেওয়ার প্রথা ভারতে 'বুলডোজার জাস্টিস' নামেও পরিচিতি পেয়েছে।

তবে বুলডোজার দিয়ে যাদের বাড়িঘর বা দোকানপাট ভাঙা হয়েছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলিম। এরা কেউ নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, কেউ বা ছিলেন সাধারণ খেটেখাওয়া গরিব মানুষজন।

বুলডোজার দিয়ে এভাবে 'বিচার' দেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের তো নামই হয়ে গেছে 'বুলডোজার বাবা'।

এখন দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের পাশের রাজ্য হরিয়ানাতেও বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারও ঠিক একই পথে হাঁটছেন।

তবে নূহর পাশাপাশি দাঙ্গা ছড়িয়েছে লাগোয়া অভিজাত এলাকা গুরগাঁওতেও, কিন্তু মুসলিমঅধ্যুষিত নূহতে বুলডোজার নামানো হলেও হিন্দুপ্রধান গুরগাঁওতে কিন্তু কোনও বুলডোজার নামেনি।

সোমবার (৩১শে জুলাই) বিকেল থেকে হরিয়ানার নূহতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি মিছিলকে ঘিরে যে সহিংসতার সূত্রপাত হয় তাতে নূহ ও সংলগ্ন গুরগাঁওতে কম করে ছজনের প্রাণহানি হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে দুজন সরকারি রক্ষী বা হোমগার্ড এবং একজন মসজিদের ইমামও ছিলেন।

এখনও ওই অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছে, কারফিউ জারি করা হচ্ছে দফায় দফায়। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি একটু নিয়ন্ত্রণে আসতেই নূহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা প্রশাসন বুলডোজার নিয়ে ব্যাপক অভিযান শুরু করে দেয়। মুসলিম অধ্যুষিত ওই এলাকাটিতে বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানপাট, খাবারের স্টল, বেশ কয়েকটি ওষুধের দোকান মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশাসন জানায়, যেগুলো ভাঙা হচ্ছে তার সবই ছিল অবৈধ স্থাপনা আর সে কারণেই এই 'ডিমোলিশন ড্রাইভ' চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নূহ জেলার এসডিএম অশ্বিনী কুমার আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর খাট্টারই ওই এলাকাতে এই অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসন যদিও মুখে বলেছে এ সপ্তাহের দাঙ্গার সঙ্গে এই অভিযানের কোনও সম্পর্ক নেই, তারা কিন্তু বেছে বেছে সেই সব এলাকাতেই দোকানপাট ভাঙচুর করেছে যে সব রাস্তা দিয়ে সোমবারের মিছিল গিয়েছিল এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি সহিংসতা হয়েছিল।

শনিবার আবার নূহ থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে তাউরু নামে একটি জায়গায় একটি অস্থায়ী বস্তি বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, এই বস্তির বাসিন্দাদের অনেকেই সোমবার পাথর ছোঁড়ায় ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িত ছিলেন। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা গরিব অভিবাসী মুসলিমরা ওই বস্তিতে থাকতেন ও দিনমজুরের কাজ করে পেট চালাতেন। বুলডোজার অভিযানের পর তারা মাথার ওপর পলিথিন বা তেরপলের সেই ছাদটুকুও হারিয়েছেন।

অনেকে বাধ্য হয়ে দেশে ফেরার ট্রেন ধরেছেন, যাদের সেই পয়সাটুকুও নেই তারা অসহায় ভাবে পথে বসেছেন।

তবে এদিন সকালে যেভাবে নূহর সাহারা ফ্যামিলি হোটেলটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাতে একেবারে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত দাঙ্গাকারীদের শাস্তি দিতেই হরিয়ানা সরকার এই বুলডোজার অভিযানে নেমেছে।

ওই হোটেলের মালিককে যোগাযোগ করার জন্য এদিন তাকে বারবার ফোন করেছিল - কিন্তু তার ফোন আগাগোড়াই সুইচড অফ পাওয়া গেছে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশে যারা দেশের বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাদের অনেকের সম্পত্তি ভাঙতে বুলডোজার ব্যবহার করেছিল ওই রাজ্যের সরকার।

এরপর উত্তরপ্রদেশে বিকাশ দুবে নামে কুখ্যাত এক অপরাধীর বাড়িঘর ভাঙতেও ২০২০ সালে বুলডোজার ব্যবহার করা হয়, বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙার সেই ভিডিও জাতীয় টেলিভিশনেও সম্প্রচারিত হয়।

এভাবেই ক্রমে ক্রমে বুলডোজার ভারতের রাজনীতিতে 'কঠোর প্রশাসনে'র একটা প্রতীকে পরিণত হয়।

২০২১ সালে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচনী জনসভাগুলোর বাইরেও সত্যিকারের বুলডোজার দাঁড় করানো থাকত। তাঁর সমর্থকরা সেখানে আসতেন খেলনা বুলডোজার নিয়ে।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোও প্রতিবাদীদের দমন করতে বুলডোজারের রাস্তা বেছে নেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য বুলডোজার অভিযানের ভিক্টিমরা ছিলেন মুসলিম।

গত বছর উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে জাভেদ মোহাম্মেদ নামে একজন সুপরিচিত অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনীতিবিদের পারিবারিক বাড়িও অবৈধ বলে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় প্রশাসন।

মি. মোহাম্মেদ ঠিক তার আগেই তখনকার বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মার ইসলামের নবীকে নিয়ে করা বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন।

ওই ঘটনার পর দেশের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতিরা ও বিশিষ্ট নাগরিকরা এক খোলা চিঠিতে বিচারব্যবস্থার প্রতি আর্জি জানিয়ে বলেছিলেন, বুলডোজার ভারতের মুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং এটা দেশে আইনি শাসনের লঙ্ঘন ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু বুলডোজার ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রশাসন বরাবরই বলে এসেছে, এগুলো শুধু অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে কিংবা সরকারি জমির জবরদখল ঠেকাতেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, 'প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ' হিসেবে বুলডোজারকে কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।

কিন্তু নূহর সাম্প্রতিকতম ঘটনা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, প্রশাসন যাদের দাঙ্গাকারী বলে মনে করছে আদালতের রায়ের অপেক্ষা নাকরেই তাদের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে - আর এই প্রবণতা এখন ছড়িয়ে পড়েছে হরিয়ানাতেও।

১৫ই অগাস্ট 'সাইবার হামলার ঝড় বইয়ে' দেয়ার হুমকি ভারতীয় হ্যাকারদের

ঢাকাঃ বাংলাদেশের সরকারি সংস্থা কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম বা সার্ট জানিয়েছে, ভারতীয় একদল হ্যাকার ১৫ই অগাস্টকে সামনে রেখে বাংলাদেশে বড় ধরণের সাইবার হামলার হুমকি দিয়েছে। এ হুমকির পর দেশজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে সার্ট। তবে এ সতর্কতা আসার আগেই দিনাজপুর পুলিশের একটি ওয়েবসাইট হ্যাকাররা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

সংস্থাটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'হ্যাকটিভিস্ট' নামের ওই হ্যাকার গ্রুপটি ধর্মীয় উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ এবং তারা ১৫ই অগাস্ট 'সাইবার হামলার ঝড় বইয়ে দেয়ার হুমকি' দিয়েছে।

ওই হ্যাকার দলটি মূলত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে এ হুমকি দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দিনটিতে বাংলাদেশে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আবার দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস। তবে হ্যাকাররা এসব প্রসঙ্গ তাদের হুমকি সম্বলিত বার্তাগুলোতে উল্লেখ করেনি বলে জানিয়েছে সার্ট।

বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, সার্ট এ সতর্কতা জারি করে যথাযথ কাজ করেছে এবং এখনই এই সংস্থাটির উচিত এ সংক্রান্ত কেপিআই বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে নজরদারির আওতায় এনে মনিটর করা এবং হামলা ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

কোন সূত্র থেকে হুমকি আসলেই সার্ট সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে থাকে। তাদের সে সক্ষমতা আছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি অনেক প্রতিষ্ঠানেই সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্বশীলরা যথাযথ ভাবে কাজ করে না। এমনকি অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে দক্ষও নন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত, বলছিলেন তিনি।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তানভীর জোহা বলছেন সার্টের উচিত একই ধরণের আন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করে হামলা যেসব জায়গা থেকে আসতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করে এখনই বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া।

যদিও পুলিশ বলছে তারা এ হুমকির বিষয়ে সতর্ক আছেন এবং পুলিশের আইটি ও সাইবার টিমগুলোতে উচ্চ প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা এনিয়ে কাজ করছেন।

পুলিশের পাশাপাশি অন্য সংস্থাগুলোর সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষজ্ঞরা সহায়তা করেন। পাশাপাশি হ্যাকারদের চিহ্নিত করা নিয়েও কাজ করার সক্ষমতা আমাদের আছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ বা ডিএমপির মুখপাত্র ফারুক হোসেন। প্রসঙ্গত, সাইবার হামলা হলো বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটসহ অনলাইন ডেটাবেজে অনধিকার প্রবেশ। এর ফলে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি, তথ্য বিকৃতি কিংবা স্পর্শকাতর তথ্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি বিশ্বের বড় সাইবার হামলা জনিত অপরাধের উদাহরণ।

এছাড়া সম্প্রতি সরকারি দুটি দপ্তরের সংরক্ষিত তথ্য ফাঁস হয়েছে বাংলাদেশ থেকে, যার মধ্যে ছিলো কোটি কোটি নাগরিকের নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল বা আবাসিক ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র বা জন্ম নিবন্ধন নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সার্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে টার্গেট করে যে হ্যাকাররা হুমকি দিয়েছে তাদের গ্রুপটির নাম 'হ্যাকটিভিস্ট'।

কিন্তু হ্যাকাররা কেন এ হামলা করবে? তাদের কোনো দাবি বা মোটিভ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সার্টের মুখপাত্র সুকান্ত চক্রবর্তী বিবিসি বাংলাকে বলছেন, হুমকির সাথে মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলেনি হ্যাকাররা।

তবে মনে হচ্ছে নিজেদের শক্তিটাই দেখাতে চাইছে তারা, বলছিলেন তিনি। সার্ট জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি হ্যাকার দলকে চিহ্নিত করেছে যারা একই ভাবাদর্শের এবং এরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থায় নিয়মিত সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করে আসছে। তবে বাংলাদেশে এসব বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের কারও কারও ধারণা '১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং সে দিনটি হয়তো নিজেদের গুরুত্ব প্রকাশ আর প্রচারের জন্য বেছে নিয়ে থাকতে পারে তারা'।

যদিও মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলছেন, হ্যাকাররা যে কোনো সময়েই এটি করতে পারে এবং যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা ১৫ই অগাস্টের কথা কেন বলেছে সেটি তার বোধগম্য নয়।

মূলত ডার্কওয়েবের বিভিন্ন সাইট থেকে তথ্য পেয়ে পরে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্কতা জারি করে সার্ট। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাকে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় করনীয় সম্পর্কেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সার্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। সার্টের তথ্য অনুযায়ী হ্যাকটিভিস্টের পক্ষ থেকে বার্তাটি আসে ৩১শে জুলাই। সেখানে তারা বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশে ১৫ই অগাস্ট 'সাইবার হামলার ঝড় বইয়ে দেয়ার' হুমকি দেয়। এ বার্তার একটি ছবিও বিজ্ঞপ্তির সাথে জুড়ে দিয়েছে সার্ট। এ প্রেক্ষাপটে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এ হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছে তারা।

এর মধ্যে পহেলা অগাস্ট একটি হ্যাকার গ্রুপ বাংলাদেশে পেমেন্ট গেটওয়ে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ব্যাংক খাতে সাইবার আক্রমণের দাবিও করেছে। এর আগে ২৭শে জুন একটি কলেজের ওয়েবসাইট ও ২৪শে জুন স্বাস্থ্য খাতের একটি ওয়েবসাইট নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছিলো হ্যাকাররা। আবার দিনাজপুর পুলিশের একটি ওয়েবসাইট অন্যদের নিয়ন্ত্রণে আছে ৪ঠা অগাস্ট থেকে। তবে এসব আক্রমণের সাথে ১৫ই অগাস্টে সাইবার হামলার হুমকিদাতা হ্যাকারদের যোগসূত্র আছে কিনা জানা যায়নি।

হঠাৎ এক আবিষ্কারে খুলে গেছে ম্যালেরিয়া নির্মূলের সম্ভাবনা

স্পেন ঃ বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার এমন একটি স্ট্রেইন বা ধরন খুঁজে পেয়েছেন - যেটি মশা থেকে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম। হঠাৎ করেই ব্যাকটেরিয়ার এই স্ট্রেইনটি তারা আবিষ্কার করেছেন। ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষিত এক ঝাঁক মশার ভেতর ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরি কেন বন্ধ হয়ে গেল - তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যাকটেরিয়ার এই ধরনটির সন্ধান পান বিজ্ঞানীদের একটি দল। ঐ গবেষকরা এখন বলছেন, খুঁজে পাওয়া নতুন ধরণের এই ব্যাকটেরিয়া - যেটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাজ করে - বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই প্রাণঘাতী রোগের মোকাবেলায় নতুন একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও বিশ্বে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় ছয় লাখ লোক মারা যায়। নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োগে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ট্রায়াল বা পরীক্ষা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। স্পেনে ওষুধ কোম্পানি জিএসকের পরিচালিত একটি গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন যে একটি ওষুধ তৈরির গবেষণার প্রয়োজনে আটকে রাখা এক ঝাঁক মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরি হচ্ছেনা। আমরা দেখলাম মশার ঐ কলোনিতে সংক্রমণ (ম্যালেরিয়া জীবাণুর) কমতে শুরু করেছে, এবং বছরের শেষ নাগাদ দেখা গেল তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ একদম শূন্যে পৌঁছে গেছে, বলেন ড. জ্যানেট রডরিগস্ - যিনি জিএসকের ঐ ওষুধ তৈরির গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বিজ্ঞানীদের ঐ দলটি ২০১৪ সালের তাদের পরীক্ষানিরীক্ষার স্যাম্পল বা নমুনা ডিপফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখেন। এর দু'বছর পর সেই নমুনায় কি ঘটলো তা খুঁটিয়ে দেখেন। এরপর আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখনে নতুন খুঁজে পাওয়া ঐ ব্যাকটেরিয়া - যেটিতে তারা নাম দিয়েছেন টিসিওয়ান এবং যেটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশেই অবস্থান করছে - মশার অন্ত্রনালীতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটি (টিসিওয়ান ব্যাকটেরিয়া) কোনো মশার শরীরে ঢুকলে মশার জীবনচক্রের পুরোটা সময় ধরেই সক্রিয় থাকছে, বলেন ড. রডরিগস্। এবং আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ঐ ব্যাকটেরিয়াই ঐ মশাগুলোর দেহে সংক্রমণ কমানোর পেছনে কাজ করেছে। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্সে প্রকাশিত নতুন তথ্যে দেখা যাচ্ছে নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়াটি মশার দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর পরিমাণ ৭৩ শতাংশ কমিয়ে দিতে সক্ষম। এই ব্যাকটেরিয়াটি হারমেন নামের একটি মলিকিউল বা ক্ষুদ্র একটি অণু নিসৃত করে যেটি মশার অন্ত্রনালিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরির প্রক্রিয়া আটকে দেয়। জিএসকের এই বিজ্ঞানী দল এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের যৌথ গবেষণায় দেখেছেন ব্যাকটেরিয়ার নিসৃত হারমেন মুখের সাহায্যে - যদি এর সাথে চিনি মেশানো যায় - অথবা ত্বকের ভেতর দিয়ে মশার শরীরে ঢোকানো সম্ভব। মশা যেখানে বসে সেখানে এই হারমেন ছড়িয়ে রেখে এটি নিশ্চিত করা সম্ভব।

গবেষণাগারের বাইরে বাস্তব জগতে হারমেন প্রয়োগে নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে ম্যালেরিয়া দমন কতটা সম্ভব হবে - তা নিয়ে এখন আফ্রিকার বুর্কিনা ফাসোতে ব্যাপক একটি ট্রায়াল বা পরীক্ষা চলছে। আশা করা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়াভিত্তিক নতুন একটি ওষুধ তৈরি করে খুব দ্রুত হয়তো বিশ্বের

অন্যতম প্রাচীন এবং প্রাণঘাতী এই রোগের মোকাবেলায় নতুন একটি অস্ত্র হাজির করতে সক্ষম হবেন। এখনও বিশ্বে বছরে ৬২০,০০০ মানুষ ম্যালেরিয়ায় মারা যায়, যাদের বিশাল একটি অংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। ম্যালেরিয়ার টিকা এখন বাজারে এসেছে, কিন্তু ম্যালেরিয়াউপদ্রুত আফ্রিকায় গণহারে তার প্রয়োগ এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে। 'ম্যালেরিয়া নো মোর' নামে একটি দাতা সংস্থার কর্মকর্তা গ্যারেথ জেনকিন্স বলেন নতুন এই আবিষ্কার সত্যিই আশাব্যঞ্জক। প্রতি মিনিটে একটি শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা যাচ্ছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাতে হালে বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু এই সাফল্য এগিয়ে নিতে আমাদের হাতে সৃজনশীল নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োজন, - বলেন তিনি। নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সৃজনশীল গবেষণা অব্যাহত রাখা গেলে আমাদের জীবদ্দশাতেই ম্যালেরিয়ার হুমকি নির্মূল করা সম্ভব।

ক্রাইমিয়ায় রুশ ট্যাংকারের ওপর ইউক্রেনের ড্রোন হামলা

ইউক্রেন ঃ রুশ কর্মকর্তারা বলছেন, কৃষ্ণ সাগরে ইউক্রেনের চালানো এক হামলায় রুশ একটি তেলের ট্যাংকার আক্রান্ত হয়েছে। তারা বলছেন, গত রাতে কার্চ প্রণালীতে সংঘটিত ওই আক্রমণে ট্যাংকারটির ইঞ্জিন কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এর ১১ জন ক্রুর কেউই আহত হননি। ইউক্রেন এ ঘটনার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেনি। তবে বিবিসিকে এক ইউক্রেনীয় নিরাপত্তা বাহিনী সূত্র বলেছে, ওই আক্রমণে একটি সামুদ্রিক ড্রোন ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্রটি জানায়, ইউক্রেনীয় নৌবাহিনীর সাথে যৌথভাবে অপারেশনটি চালানো হয়েছে এবং এতে ৪৫০ কেজি টিএনটি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়। কার্চ সেতুর ১৭ মাইল দূরে থাকার সময় আক্রমণের শিকার হওয়া রুশ ট্যাংকারটিতে তেল ভর্তি ছিল এবং এজন্য আগুনের শিখা অনেক দূর থেকে দেখা গেছে বলেও ইউক্রেনের দিক থেকে জানানো হয়। তবে একজন রুশ কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা তাস জানায়, ট্যাংকারটি ইঞ্জিনরুমের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি, এবং জাহাজটি ভাসমান রয়েছে। গত দুদিনের মধ্যে এ নিয়ে এ ধরনের দুটি আক্রমণ চালানো হলো। গত শুক্রবার নভোরোসিস্ক বন্দরের কাছে কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজের ওপর ইউক্রেনীয় সী ড্রোন হামলা হয়। দুমাস আগে ইউক্রেনীয় বাহিনী যে পাল্টা সামরিক অভিযান শুরু করেছে - তাতে এ পর্যন্ত সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে বলে বিবিসির পাওয়া তথ্য ও বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের মানচিত্র ও যুদ্ধের ভিডিও পরীক্ষা করে এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে বিবিসি ভেরিফাই বলছে, ইউক্রেন পাল্টা অভিযান শুরু করার পর দু মাসে পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়া এখনো ইউক্রেনের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি দখল করে রয়েছে - যার মধ্যে দোনেৎস্ক ও মারিউপোল শহর দুটিও আছে। বিবিসির ফ্রাংক গার্ডনার ও জেক হর্টন এক প্রতিবেদনে বলছেন, বস্তুতঃ ২০২২ সালের নভেম্বরে দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসন শহর পুনর্দখল করার পর ইউক্রেন কোন বড় বিজয় পায়নি। গত দুই মাস ধরে ৭০০ মাইল এলাকাব্যাপী ফ্রন্টলাইনের প্রধানত তিনটি জায়গায় ইউক্রেনীয় বাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে। তবে ইউক্রেন ও তার পশ্চিমা মিত্ররা যতটা আশা করেছিল - তার তুলনায় অগ্রগতি কম। কিছু জায়গায় তারা ১০ মাইল পর্যন্ত এগুতে পেরেছে। তবে এর মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনী দোনেৎস্ক অঞ্চলের স্টারোমাইওরস্ক গ্রাম পুনর্দখল করেছে, জাপোরিশা অঞ্চলেও কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। রুশরা আগে থেকেই ইউক্রেনীয়দের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল, এবং মাসের পর মাস ধরে তারা এমন দুর্ভেদ্য রক্ষণব্যূহ তৈরি করেছে - যার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুব বেশি নেই। লন্ডনের কিংস কলেজের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ মেরিনা মিরন বলছেন, ক্রাইমিয়া পুনর্দখল সহ দক্ষিণ দিকে ইউক্রেনের যে উচ্চাভিলাষ ছিল - তা তারা কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি বলেন, খুব শিগগীর তাদের লক্ষ্য পূরণ হবে বলে তার মনে হয় না। তবে তারা হয়তো টোকমাক শহরটি পুনর্দখল করার আশা করতে পারে।

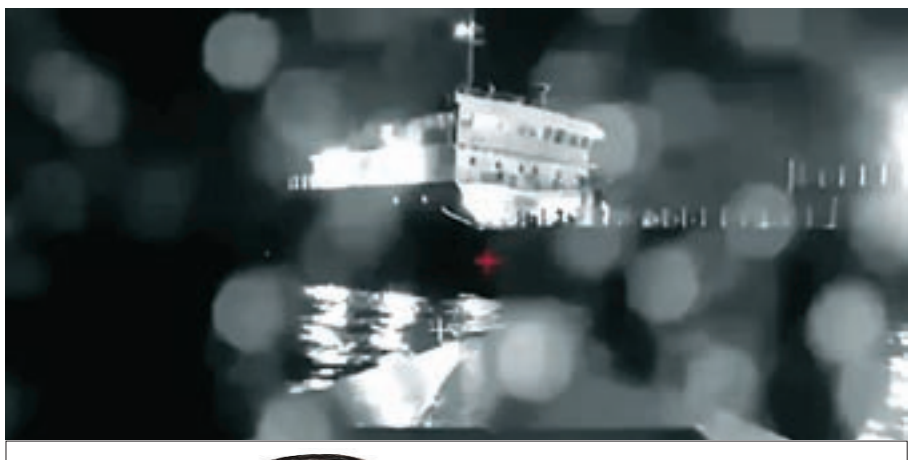

হলুদ ঢেউয়ে ডেনমার্ককে হারিয়ে শেষ আটে অস্ট্রেলিয়া

সিডনি ঃ গ্যালারিজুড়ে হলুদ ঢেউ আর হলুদের গর্জন। অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলারদের পায়ে বল গেলে সেই গর্জন যেন রূপ নিচ্ছিল ভিন্ন এক উন্মাদনায়। এমন পরিস্থিতিতে জিততে হলে ডেনমার্ককে অতিমানবীয় কিছুই করে দেখাতে হতো। নাহ, তেমন কিছু হয়নি। ডেনিশরা চেষ্টা করেও থামাতে পারেননি অস্ট্রেলীয়দের। স্বাগতিক দর্শকদের গর্জনের মধ্য দিয়েই ২-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল অস্ট্রেলিয়া।

এই ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের এবারের আসরে প্রথমবারের মতো মাঠে নেমেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ফুটবলার স্যাম কার। মাঠে এ চেলসি তারকার উপস্থিতিও এদিন আলাদাভাবে উজ্জীবিত করেছে হলুদ জার্সির দলটিকে। ডেনমার্কের বিপক্ষে এ জয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে চতুর্থবারের মতো দ্বিতীয় রাউন্ডের গণ্ডি পেরোল অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে চেষ্টা করেও তৃতীয়বারের মতো শেষ আটের টিকিট পাওয়া হলো না ডেনমার্কের।

সিডনির স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ায় এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় ডেনমার্ক। আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়েই ছিল তারা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া থিতু হতে একটু সময় নেয়। তাদের পাসগুলোও ঠিকঠাক হচ্ছিল না। কিন্তু দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে ডেনমার্কের আক্রমণের জবাবগুলো দিতে শুরু করে অস্ট্রেলিয়াও। এদিন ম্যাচের দুই মিনিটেই আক্রমণে গিয়ে গোলের চেষ্টা করে ডেনমার্ক, যদিও সেই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি।

৯ মিনিটে আবারও সুযোগ আসে ডেনমার্কের সামনে। দারুণ একটি ক্রসে সুযোগটা তৈরি করেছিলেন ইয়ান্নি টমসেন কিন্তু ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায় গোলের দেখা পায়নি ডেনমার্ক। ডেনমার্ক ফরোয়ার্ড পারনিলে হার্ডার দারুণ খেলে চেষ্টা করছিলেন অস্ট্রেলিয়ার গোলমুখ খুলতে। কিন্তু শেষ শটটাতে গিয়ে বারবার ভুল করছিল তারা। এরপর স্রোতের বিপরীতে দারুণ এক গোলে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ডেনমার্ক সুযোগ হাতছাড়া করলেও সে ভুল করেনি স্বাগতিকেরা।

ম্যাচের ২৯ মিনিটে দারুণ এক গোলে সমতায় ফেরে তারা। মেরি ফাউলারের বাঁকানো ক্রসে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন কেইটলিন ফোর্ড। এই গোলের পর স্বাগতিক সমর্থকদের গর্জন জাগিয়ে তোলে অস্ট্রেলিয়াকেও। বিশেষ করে ফোর্ডের কাছে বল গেলেই পরীক্ষায় পড়তে হচ্ছিল ডেনমার্ককে। অন্যদিকে হার্ডার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন ডেনমার্ককে পথ দেখানোর। কিন্তু প্রথমার্ধে আর সমতা ফেরাতে পারেনি ডেনমার্ক।

দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য বিস্তার করে খেলছিল ডেনমার্ক। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে ব্যর্থতা ম্যাচে ফিরতে দিচ্ছিল না তাদের। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ছিল রক্ষণ সুদৃঢ় করে প্রতি-আক্রমণ থেকে সুযোগ নেওয়ার। বিশেষ করে নিজেদের রক্ষণে বিপজ্জনক হার্ডারকে বেশ ভালোভাবেই আটকে রাখতে পেরেছিল তারা। এ সময় ডেনমার্কের আক্রমণাত্মক ফুটবলের সুযোগ নিয়ে প্রতি-আক্রমণ থেকে একাধিকবার ব্যবধান বাড়ানোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু ফিনিশিংয়ের কারণে বারবার নিরাশ হতে হচ্ছিল তাদের। তবে ম্যাচের ৭০ মিনিটে দুর্দান্ত দলীয় সমন্বয়ে ঠিকই নিজেদের দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ডি-বক্সের ভেতর বল পেয়ে ফন এগমন্ড বল বাড়ান ফাঁকায় থাকা হেইলি রাসোকে। নিখুঁত ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করে গোটা স্টেডিয়ামকে উদ্‌যাপনের আনন্দে মাতিয়ে তুলেন রাসো। দুই গোলে পিছিয়ে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে ডেনমার্ক। কিন্তু তাদেরকে কোনো সুযোগই দেয়নি অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণসেনানীরা।

এর মধ্যে ম্যাচের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেন স্যাম কার। চোটের কারণে বিশ্বকাপে আগের ম্যাচগুলোয় মাঠে নামতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকা। তাই প্রথমবারের মতো ৮০ মিনিটে রাসোর বদলি হিসেবে কার যখন মাঠে নামছিলেন, গর্জনে গোটা স্টেডিয়াম মেতে উঠেছিল অন্য রকম এক উন্মাদনায়। ম্যাচ শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত চলেছে স্বাগতিক সমর্থকদের এই উল্লাসধ্বনি, যা থামানোর জন্য শেষ পর্যন্ত আর কিছুই করতে পারেনি ডেনমার্ক। ২-০ গোলে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে ২০০৭ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপ খেলা দলটি।

২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতে দল পাঠাবে পাকিস্তান

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভারতে আসন্ন ৫০-ওভার ক্রিকেট বিশ্বকাপে দল পাঠাবে পাকিস্তান। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোববার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে। ফলে ভারতে এ বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে নির্ধারিত টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে কয়েক মাস ধরে চলা অনিশ্চয়তার অবসান হলো। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বৈরি এই দুই প্রতিবেশী নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেললেও রাজনৈতিক সম্পর্কে উত্তেজনা বাড়ায় ২০১৩ সাল থেকে এই দুই দল নিরপেক্ষ ভেন্যুতে মুখোমুখি হচ্ছে।

পাকিস্তান সব সময়ই বলেছে খেলাধুলোকে রাজনীতির সাথে মেশানো উচিৎ নয়, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পাকিস্তান বিশ্বাস করে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রভাব কোনো মতেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধা না হয়।

পাকিস্তানের ঐ বিবৃতিতে বলা হয় এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অংশ না নিয়ে ভারত যে একগুঁয়েমি দেখিয়েছে সে তুলনায় পাকিস্তান কতটা গঠনমূলক এবং দায়িত্বশীল।

এ বছরে এশিয়া কাপ ক্রিকেট (আগস্ট ৩০ - সেপ্টেম্বর ১৭) আয়োজন করছে পাকিস্তান এবং শ্রীলংকা যৌথভাবে। ভারত পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকার করায় ভারতের ম্যাচগুলো হবে শ্রীলংকায়। এমনকি পাকিস্তানকেও ভারতের সাথে খেলতে শ্রীলংকায় যেতে হবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি যে গুজরাটের আহমেদাবাদে ১৫ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে নির্ধারিত ম্যাচটি তারা খেলবে নাকি ভেন্যু বদলানোর দাবি জানাবে।

পাকিস্তানের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ভারতে দলের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে এবং এই উদ্বেগের কথা আমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

আমরা আশা করি ভারতে অবস্থানকালে পাকিস্তান দলের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। ৫০-ওভার ক্রিকেটের বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ অক্টোবর। পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের সাথে।

বাবরের সেঞ্চুরিতে সাকিবদের হার

কলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ টসে হেরে আগে ব্যাটিং পেয়েছিল সাকিব আল হাসানের দল গল টাইটানস। কিন্তু সাকিব ব্যাটিংয়ে নামার সুযোগ পাননি। ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী সাকিব ছিলেন ছয়ে। গল টাইটানসের ইনিংস শেষ হয়েছে তার আগেই। ৩ উইকেটে ১৮৮ রানে থেমেছে গলের ইনিংস। তাড়া করতে নেমে বাবর আজমের সেঞ্চুরিতে ১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে কলম্বো স্ট্রাইকার্স। বল হাতেও উইকেট পাননি সাকিব। ৪ ওভারে ৩০ রান দেন। কলম্বোর ইনিংসে দ্বিতীয় ওভারে সাকিবকে বোলিংয়ে আনেন গলের অধিনায়ক দাসুন শানাকা। সেই ওভারে ৫ রান দেন সাকিব। চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে এসে দেন ১০ রান। এরপর একটা বিরতি দিয়ে সাকিবকে ১২তম ওভারে বোলিংয়ে আনেন শানাকা। সেই ওভারে ৫ রান দিয়ে ভালোই করেন সাকিব। ১৬তম ওভারে সাকিবের কোটার শেষ ওভারে শেষ বলে ছক্কা মারেন বাবর। সাকিব ওই ওভারে দেন ১০ রান। কলম্বোর ইনিংসে বাবরের সঙ্গে ভালো অবদান আছে পাতুম নিশাঙ্কারও। ১২.৩ ওভারে দুজনে উদ্বোধনী জুটিতে ১১১ রান তোলেন। ৪০ বলে ৫৪ করে আউট হন নিশাঙ্কা। ব্যক্তিগত ৮৯ রানে একবার 'জীবন' পাওয়া বাবর ১৯তম ওভারে চার মেরে সেঞ্চুরি তুলে নেন।

টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে অন্তত ১০টি সেঞ্চুরি হলো বাবরের। সর্বোচ্চ ২২টি সেঞ্চুরি ক্রিস গেইলের। জয়ের জন্য শেষ ওভারে ১৪ রান দরকার ছিল কলম্বোর। কাসুন রাজিতার করা এই ওভারের প্রথম বলেই সাকিবকে ক্যাচ দিয়ে আউট হন বাবর। ৮টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৫৯ বলে ১০৪ রান করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। মোহাম্মদ নেওয়াজ নেমে রাজিতার শেষ দুই বলে ছক্কা ও চার মেরে দলকে জেতান।

আবার পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ইনজামাম

লাহোর ঃ দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক হলেন ইনজামাম-উল-হক। গত মাসে হারুন রশিদ দায়িত্ব ছাড়ার পর এই পদে কেউ ছিলেন না। এর আগে ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক। প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পাওয়ার পর ইনজামামের প্রথম কাজ হবে ২২ আগস্ট থেকে শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে যাওয়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড ঘোষণা করা। এরপরই রয়েছে এশিয়া কাপ। এর আগে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলও দিতে হবে। এই সিরিজের আর এশিয়া কাপের স্কোয়াড ১০ আগস্ট ঘোষণা করবেন ইনজামাম।

২০১৯ বিশ্বকাপেও প্রধান নির্বাচক হিসেবে পাকিস্তানের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিলেন ইনজামাম এবং তাঁর সেই মেয়াদে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও জিতেছিল পাকিস্তান। এবার দ্বিতীয় মেয়াদে একই দায়িত্ব পাওয়ায় ২০২৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের স্কোয়াডও তিনি ঘোষণা করবেন।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পাওয়ায় পিসিবি ক্রিকেট টেকনিক্যাল কমিটির (সিটিসি) অংশ আর থাকবেন না ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক। গত সপ্তাহে এই কমিটিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন, যেখানে বাকি দুজন সদস্য হলেন মিসবাহ-উল-হক ও মোহাম্মদ হাফিজ। এই টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্ব ছিল জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়োগ দেওয়া।

কিন্তু পিসিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচক যেহেতু পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ নিয়োগ দিয়েছেন, তাই ওই কমিটির আর সেটি করার প্রয়োজন নেই। টেকনিক্যাল কমিটিতে ইনজামামের বিকল্প দ্রুতই ঘোষণা করবে পিসিবি।

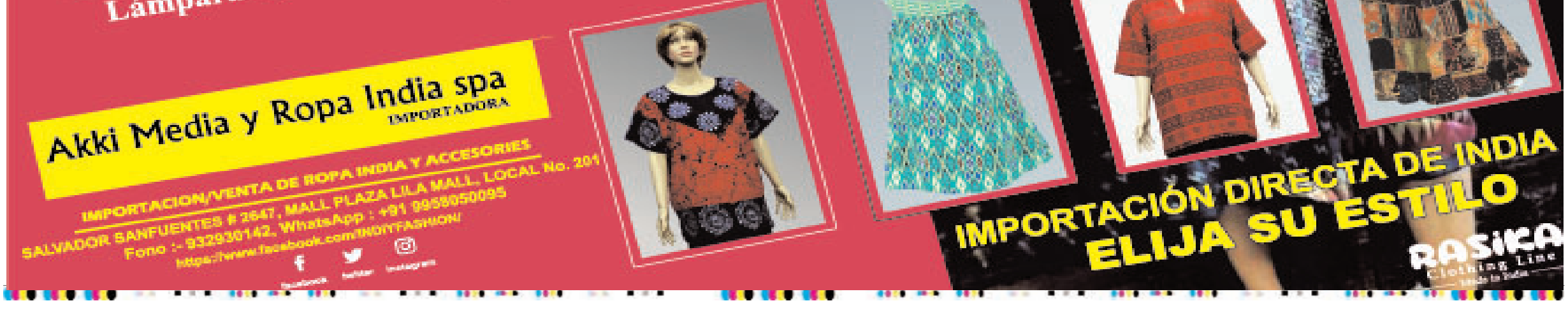

ভারত নিজেই কি তার 'মহারাজাদের' ডুবিয়েছিল?

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ উনিশশ' সাতচল্লিশ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয় - তখন দেশটির প্রায় অর্ধেক ভূমিই ছিল বিভিন্ন মহারাজাদের শাসিত 'রাজ্যের' অন্তর্গত। এরকম 'প্রিন্সের' সংখ্যা ছিল ৫৬২ জন। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের সাথে মিত্রতার বিনিময়ে তারা নিজ নিজ এলাকায় ভোগ করতেন প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা, এবং ভারতের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ছিল তাদের শাসনাধীন। তবে স্বাধীনতার পর তাদের পক্ষে কেন গণতান্ত্রিক ভারতের কাঠামোর ভেতরে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি - সে এক বিচিত্র কাহিনি।

ভারতের মহারাজারা বাস করতেন রূপকথার গল্পের মত বিলাসবহুল প্রাসাদে। তাদের ছিল অপরিমিত ঐশ্বর্য - হীরা আর মূল্যবান পাথরের সংগ্রহ। ছিল রোলস রয়েস গাড়ির বহর।

তারা ভ্রমণ করতেন বিশেষ ট্রেনে, রাজধানী দিল্লিতে এলে তাদের স্বাগত জানানো হতো তোপধ্বনি করে।

তারা ছিলেন তাদের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে ছিল হাজার হাজার ভৃত্য অনুচর কর্মচারীর দল।

উনিশশ' সাতচল্লিশ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন দেশটির প্রায় অর্ধেক ভূমি ছিল এই প্রিন্সদের দখলে, আর তারা শাসন করতেন প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়কে।

তারা ছিলেন ব্রিটেনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র এবং তারা ছিলেন প্রায় যে কারোরই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শুধু চরম গুরুতর কোন অপরাধ করলেই এদেরকে তিরস্কার করা হতো বা - অতি বিরল ক্ষেত্রে - ক্ষমতাচ্যুত করা হতো।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর সবচাইতে বড় ক্ষতির শিকার হয়েছিলেন এরাই। ভারতের স্বাধীনতার প্রায় ৭৫ বছর পর তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনশালী এবং রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন - তারা ছাড়া বাকি সবাই যাপন করছেন সাধারণ জীবন।

আমি আমার নতুন বইয়ের জন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও তার পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখেছি।

এতে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই প্রিন্সরা নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্য এবং নানা ভ্রান্ত ধারণার করুণ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, যে শক্তিকে তারা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন - তারাই তাদেরকে ডুবিয়েছিল।

এই শাসকরা হয়তো তাদের নিজেদের রাজ্য রক্ষা করতে পারতেন, এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের ভেতরেই টিকে থাকতে পারতেন - যদি তারা নিজেরা আরো বেশি গণতান্ত্রিক হতেন।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এসব সংস্কারের জন্য তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকলেও তা খুব জোরালো ছিল না। ফলে এই প্রিন্সরা বাস করছিলেন একটা ভ্রান্ত নিরাপত্তাবোধের মধ্যে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন ভারতের শেষ ভাইসরয় হলেন, এই মহারাজারা ভেবেছিলেন যে ইনিই হবেন তাদের ত্রাতা।

কারণ মাউন্টব্যাটেন নিজে যেহেতু একজন অভিজাততন্ত্রের লোক - তাই তিনি নিশ্চয়ই এই প্রিন্সদেরকে 'জাতীয়তাবাদী নেকড়েদের' মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না।

কিন্তু উপমহাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের জানাবোঝা ছিল খুবই সীমিত। এ দেশীয় রাজ্যগুলোর ব্যাপারে কী করা হবে - সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অনেক দেরি করেছিলেন।

তা ছাড়া তার দিক থেকে দু'ধরনের বার্তা আসছিল। একদিকে তিনি বলছিলেন যে ব্রিটেন এসব দেশীয় রাজ্যের সাথে যে চুক্তি করেছে তা তিনি কখনোই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না এবং তাদেরকে ভারত বা পাকিস্তানের কোনোটিতেই যোগ দিতে বাধ্য করবেন না।

কিন্তু আবার আরেক দিকে তিনি ইন্ডিয়া অফিসের কর্মকর্তাদের আড়ালে রেখে এই প্রিন্সদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় - তার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছিলেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদীরা কখনোই এই প্রিন্সদের পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু - যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন - তিনি কখনোই এদের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেননি। তিনি এসব দেশীয় রাজ্যকে বর্ণনা করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতা, অপদার্থতা এবং অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতার গহ্বর হিসেবে - যে ক্ষমতার প্রয়োগকারীরা কিছু ক্ষেত্রে ছিলেন হিংস্র ও নিম্নস্তরের ব্যক্তি। এই প্রিন্সদের সাথে চূড়ান্ত দেনদরবার করেছিলেন কংগ্রেস পার্টির নেতা এবং রাজ্যবিষয়ক মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল। এদের ব্যাপারে তার মনোভাব অবশ্য নেহরুর মত অতটা খারাপ ছিল না।

কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেলের এই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভারতকে যদি ভৌগলিক এবং রাজনৈতিকভাবে একটি কার্যকর রাষ্ট্র হতে হয় তাহলে এসব দেশীয় রাজ্যগুলোকে তার অংশ হতেই হবে। তার কথা ছিল - এই লক্ষ্য থেকে কোন রকম বিচ্যুতি ঘটলে তা ভারতের হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাতের শামিল হবে। তাত্ত্বিকভাবে প্রিন্সদের সামনে বিকল্প ছিল দুটি। একটি হলো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়া, অথবা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশরাজের সাথে তাদের চুক্তি বিলোপের পরপরই স্বাধীনতা ঘোষণা করা। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন, প্যাটেল এবং তার ডেপুটি কৌশলী আমলা ভি পি মেনন - এই ত্রয়ী শক্তির মুখোমুখি হয়ে এই প্রিন্সরা দেখলেন তাদের সামনে নড়াচড়ার খুব বেশি জায়গা নেই। তাদের বলা হলো - আপনারা ভারতে যোগ দিন, তাহলে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং যোগাযোগ - এই তিন বিষয় ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে আপনাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে, আপনাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতেও হাত দেয়া হবে না।

কিন্তু যদি এটা করতে অস্বীকৃতি জানান - তাহলে আপনাকে আপনার প্রজাদের হাতে উৎখাত হবার ঝুঁকি নিতে হবে এবং কেউ আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

সমূহ বিপদের আশংকা এবং নিজেদের অসহায়তা বুঝতে পেরে বেশির ভাগ প্রিন্সই ভারতে যোগদানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

অল্প যে কয়েকজন বিরোধিতা করেছিলেন - যেমন জুনাগড়, কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের শাসকরা - তাদের শেষ পর্যন্ত বন্দুকের মুখে ভারতের অংশ করা হয়েছিল। হায়দরাবাদের তথাকথিত 'পুলিশী অ্যাকশনে' ২৫ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল।

খুব শিগগীরই এই প্রিন্সদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছিল তা ভাঙ্গা হলো। অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যগুলোকে বিদ্যমান রাজ্য ওড়িশা বা নতুন সৃষ্ট রাজস্থানের অঙ্গীভূত হতে বাধ্য করা হলো।

যেসব রাজ্য অপেক্ষাকৃত বড় ছিল এবং ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছিল - যেমন গোয়ালিয়র, মহীশূর, যোধপুর এবং জয়পুর - সেগুলোকে প্যাটেল ও মেনন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের স্বায়ত্বশাসিত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে । কিন্তু তাদেরকেও বৃহত্তর প্রশাসনিক অঞ্চলের অংশ করে নেয়া হলো - এবং এভাবেই ভারতের মানচিত্র অনেকটা আজকের মত দেখতে হয়ে উঠলো।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে দেশীয় রাজ্যগুলোর এই 'সংযুক্তিকরণ' ছিল ভারতের জন্য একটা লাভজনক প্রক্রিয়া।

দেশভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির কারণে ভারত যা হারিয়েছিল - তার প্রায় সমান ভূখন্ড এবং জনসংখ্যা তারা পেয়ে গেল। তার সাথে ছিল নগদ অর্থ এবং বিনিয়োগ যার মূল্যমান ছিল ১০০ কোটি টাকা - যা এখনকার হিসেবে দাঁড়ায় ৮,৪০০ কোটি টাকা।

এর বিনিময়ে রাজ্যগুলোর সাবেক শাসকদের দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন অংকের করমুক্ত তহবিল। মহীশূরের মহারাজা পেতেন বার্ষিক ২০,০০০ পাউণ্ড সমমানের অর্থ আর ছোট রাজ্য কাটোডিয়ার তালুকদার পেতেন বার্ষিক ৪০ পাউণ্ড। এই তালুকদার কেরানির চাকরি করতেন এবং টাকা বাঁচানোর জন্য সর্বত্র যেতেন সাইকেল চালিয়ে।

এই ব্যবস্থা চলেছিল দুই দশক ধরে। এসব রাজকীয় পরিবারের নারী ও পুরুষ সদস্যরা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। নেহরুর কন্যা ইন্দিরা যখন কংগ্রেসের নেত্রী তখন তাদের কয়েকজন কংগ্রেসে যোগ দেন।

তবে বেশির ভাগই যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলগুলোতে।

ইন্দিরা গান্ধী - তার পিতার মতই - এই প্রিন্সদের দেখতে পারতেন না। প্রিন্সদের অনেকেই কংগ্রেসের প্রার্থীদের হারাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের এই সাফল্য ইন্দিরার পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষয় ধরিয়েছিল।

ইন্দিরা ভেবেছিলেন, তিনি এই প্রিন্সদের স্বীকৃতি বাতিল করলে তার জনপ্রিয়তা বাড়বে। তাই তিনি তার বশংবদ একজন প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এ চেষ্টা করিয়েছিলেন। তবে সুপ্রিম কোর্টে এই প্রয়াস আটকে যায়। কোর্ট রায় দেয় যে এধরনের কোন আদেশ জারি করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নেই।

তবে ইন্দিরা তাতে দমে যাননি। কংগ্রেস ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর দুই তৃতীয়াংশ পার্লামেন্টারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর তিনি সফলভাবে লোকসভায় একটি বিল আনেন সংবিধান সংশোধনের। এর মধ্যে দিয়ে প্রিন্সদের উপাধি, সুযোগসুবিধা এবং সরকারি তহবিল পাওয়া বন্ধ হয়।

ইন্দিরার মত ছিল - এই প্রথার অবসানের সময় এসে গেছে যার কোন প্রাসঙ্গিকতা আমাদের সমাজে নেই।

দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রিন্সদের সাবেক দরবার কক্ষে এই 'প্রতারণার' বিরুদ্ধে যত হৈচৈই হয়ে থাকুক - আধুনিক বিশ্বে তেমন কেউ এতে কর্ণপাত করেনি এবং খুব কম ভারতীয়ই এতে শোক প্রকাশ করেছিলেন। ভারত ব্রিটেনের মতো নয় - এখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই।

তবে যেভাবে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছিল তা প্রায়ই সোজা পথে চলেনি। ক্ষমতার খেলায় এই প্রিন্সদের হাতে সুবিধেমত তাসও ওঠেনি।

টুকরো খবর

গঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন দলের জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবার তৃণমূলের দখলে , বিভিন্ন দল ছেড়ে যোগদান করলেন আজ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগারওয়াল এর বাসভবনে পাঁচজন পঞ্চায়েত সমিতির মোম্বার যোগদান করেছেন এবং নির্দল ও বিজেপি কংগ্রেস থেকে জয়ী ২৫ পঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থীরা যোগদান করেছেন ।

মালদায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস

মালদা ঃ পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হল। রবিবার মালদার কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের রাজনগর অঞ্চলের নয়াগ্রাম এলাকায় এই পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হয়। নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের শুভ শিলান্যাস করেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টজনের। এই বিষয়ে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিটি ঘরে ঘরে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হলো। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই কাজের জন্য।

জানগুরু ও ওঝা গুনিনের কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারিত হয়, বিজ্ঞানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের সামনে

মালদা ঃ সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে মালদা শহরে পুলিশ লাইন এলাকায় শুভঙ্কর বাঁধে শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানগুরু ও ওঝা উনিনের কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারিত হয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। কিভাবে জান গুরুরা ডাইনি চিহ্নিত করেন তাও প্রাতঃভ্রমণে আশা মানুষদের সামনে তাও তুলে ধরা হয় বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সভাপতি কে পি সিং সহ অন্যান্যরা। কে পি সিং বলেন, প্রাতঃভ্রমণকারীদের আবদার ছিল বিজ্ঞানমনস্ক শিবিরের। জানগুরু ও অন্যান্য ওঝা গুনিনরা মানুষকে বোকা বানিয়ে প্রতারণা করছে। কিভাবে প্রতারণা করে তা বিজ্ঞানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের সামনে। মানুষ যেন বিজ্ঞানমনস্ক হয়, তার জন্য এই ধরনের শিবির বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করে থাকে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

বাগডোগরায় ট্রেনের বাথরুম থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ পাখি,মাছ ও কুকুর, তদন্তে বাগডোগরা বনদপ্তর

বাগডোগরা ঃ ট্রেনের জেনারেল কামরার বাথরুম থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ পাখি।সেই সাথে উদ্ধার হয় তিনটি কুকুর ও বেশকিছু মাছ। ঘটনাস্থলে বাগডোগরা রেঞ্জের বন কর্মীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সমস্ত কিছু। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে কলকাতা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরার বাথরুমে বিপুল পরিমাণ পাখি এবং তিনটি কুকুর ও বেশকিছু মাছ শিলিগুড়িতে আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে বনদপ্তরের কাছে সেই খবর আসার পর RPF কে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা স্টেশনে ওই পাখিগুলিকে ট্রেন থেকে নামানো হয়। এরপরই সেখান থেকে উদ্ধার পাখি ও কুকুরগুলিকে নিয়ে আসা হয় বাগডোগরা বনদপ্তরের কার্যালয়। ঘটনায় যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলি কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর।

শিলিগুড়িতে চুরি যাওয়া ১১ টি সাইকেল উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ,গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া ১১ টি সাইকেল উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে।ধৃতদের তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। রবিবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশের কাছে উত্তর ভারত নগরের বাসিন্দা অশ্বিনী নামে এক ব্যক্তি তার সাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনা তদন্তে নেমে বিপুল সাফল্য পেলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ চুরি যাওয়া মোট ১১ টি সাইকেল উদ্ধার করল। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম রবি সরকার ও কুনাল সিংহ ওরফে কাঁচা। সোমবার শিলিগুড়ি থানায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কন্ট্রোল মকসুদুর রহমান।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরো জানতে পেরেছে তারা চুরি যাওয়া আরও দশটি সাইকেল বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেছে।

ব্যক্তির ব্যাগ থেকে পেনশনের টাকা চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে ব্যক্তির ব্যাগ থেকে পেনশনের টাকা চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গত ২৬ জুলাই কলেজপাড়ার বাসিন্দা অমিতাভ চক্রবর্তী ব্যাঙ্ক থেকে পেনশনের টাকা তুলে মহাবীরস্থান বাজারে গিয়েছিলেন। সেসময় এক যুবক তাঁকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দেওয়ার আড়ালেই ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ২০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় সেই চোর। ঘটনার পর শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানানো হয়। তদন্তে নেমে রবিবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গৌতম রায় নামে একজনকে গ্রেফতার করে। এনজেপি থানার পুলিশের সহযোগীতায় দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে ধরা হয়। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া ২০ হাজার টাকা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08:08:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ডিএসএ পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইনে যা থাকবে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনডিএসএ পরিবর্তন করে তার জায়গায় ভিন্ন একটি আইন আনার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেট। এই নতুন আইনটির নামকরণ করা হয়েছে সাইবার নিরাপত্তা আইন২০২৩। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন এনে এই আইনটি করা হচ্ছে। নতুন আইনে মোট ধারা ৬০টি। এটি আগামী সেপ্টেম্বরে সংসদে বিল আকারে পাসের জন্য উত্থাপন করা হবে। সেখানে এটি অনুমোদিত হবে বলেও আশার কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। নতুন এই আইনের বিষয়ে অনুমোদনের পর ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে আনিসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার রোধ করার জন্য এই আইনের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'সাংবাদিকদের একটা কথা ছিল, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট থাকলে একটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। সেটাকেও আমরা ধর্তব্যের মধ্যে নিয়েছি এবং সেই কারণে এই পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। এর ফলে সাংবাদিকদের হয়রানি বন্ধ হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি আশা করছি অবশ্যই হবে।

ভারতের নূহ'র দাঙ্গায় বহু মুসলিম ও রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

গুরগাঁও (এজেন্সী) ঃ হরিয়ানাতে সাম্প্রতিক দাঙ্গা ও সহিংসতার পর বেছে বেছে শুধু একটি সম্প্রদায়ের লোকজনকেই আটক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

রাজ্যের নূহ ও গুরগাঁওতে গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় এযাবত মোট ২০২জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৮০জনকে 'প্রিভেনটিভ ডিটেনশনে' আটক করা হয়েছে বলে হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ নিশ্চিত করেছেন।

যদিও এই ধৃতদের ধর্মীয় পরিচয় সরকার প্রকাশ করেনি, তবে এদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই নূহ ও আশেপাশের এলাকার মুসলিম বাসিন্দা বলে বিবিসি বিভিন্ন সূত্র মারফত নিশ্চিত হতে পেরেছে।

ধৃতদের মধ্যে নূহ'র কাছে তাউরুর একটি বস্তির বাসিন্দা দুইতিন ডজন রোহিঙ্গা মুসলিমও রয়েছে। পুলিশ বলছে এই রোহিঙ্গারা দাঙ্গার দিন হিন্দুদের মিছিলে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় জড়িত ছিলেন।

এছাড়া নূহ ও মেওয়াট শহরের বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ শতাধিক মুসলিম যুবককে তুলে নিয়ে গেছে বলে জানা যাচ্ছে।

অন্যদিকে নূহ'র লাগোয়া অভিজাত গুরগাঁওতে একটি মসজিদে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত মাত্র চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে গুরগাঁও পুলিশ নিশ্চিত করেছে।

গত সোমবার (৩১শে জুলাই) মধ্যরাতে এক বিশাল জনতা ওই মসজিদে হামলা চালায় এবং মসজিদের ভারপ্রাপ্ত ইমাম সেই ঘটনায় নিহত হন।

এই দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের একজন নেতা বিট্টু বজরঙ্গীকে হরিয়ানা পুলিশ ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করেছিল - কিন্তু তিনি মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই জামিন পেয়ে গেছেন।

অন্য দিকে মোনু মানেসর নামে যে হিন্দুত্ববাদী নেতা ও ইউটিউবারকে কেন্দ্র করে নূহ'তে সহিংসতার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অভিযোগ, পুলিশ এখনও তার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআরই দায়ের করেনি।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার থেকে নূহতে বুলডোজার দিয়ে যে 'অবৈধ স্থাপনা' ভাঙার অভিযান শুরু হয়েছে তাতেও বেছে বেছে শুধু মুসলিম বাসিন্দাদেরই নিশানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

হিন্দু অধ্যুষিত অভিজাত গুরগাঁও কিন্তু সেই অভিযান থেকেও ছাড় পেয়েছে।

তবে সোমবার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট তাদের এক নির্দেশে এই বুলডোজার অভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নূহ্ জেলার সদ্য দায়িত্ব পাওয়া পুলিশ প্রধান নরেন্দর বিজরানিয়া জানিয়েছেন, তাউরুতে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প থেকে তারা প্রায় ২৫৩০জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে আটক করেছেন।

তিনি জানান, এই রোহিঙ্গারা হরিয়ানা সরকারের নগরোন্নয়ন বিভাগের জমি দখল করে সেখানে অবৈধভাবে শিবির স্থাপন করে বসবাস করছিলেন।

তবে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ৩১শে জুলাই নূহ্তে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিলে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাতেও যুক্ত ছিল - পুলিশ তার প্রমাণ পেয়েছে বলেও মি. বিজরানিয়া দাবি করেন।

নূহ ও তাউরুর বিভিন্ন বস্তিতে হাজার দুয়েকেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করেন - তাদের বেশির ভাগেরই জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার জারি করা 'শরণার্থী কার্ড'ও রয়েছে।

এই গরিব খেটে-খাওয়া মানুষগুলো কিছুতেই দাঙ্গাতে জড়াতে পারেন না বলে দাবি করছে দিল্লিতে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সংগঠন।

ভারতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আলি জোহর যেমন বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, নূহ্তে এই রোহিঙ্গারা খেতেখামারে বা ছোট দোকানে দিনমজুরি করে দিনে বড়জোর দু'আড়াইশো টাকা রোজগার করেন।

ভারতে যাদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকাটাই নড়বড়ে, তারা গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়াবেন বা হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পাথর ছুঁড়বেন - সেই অভিযোগ কতটা বিশ্বাস্য, এই প্রশ্নও তুলছেন আলি জোহর।

নূহ'র শিবির থেকে দিল্লিতে পালিয়ে আসা এক রোহিঙ্গা যুবক মহম্মদ আবদুল্লাহও বিবিসিকে বলেছেন, শুধুমাত্র মুসলিম বলেই তাদের এভাবে পুলিশি হেনস্থা ও নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

তিনি বলছিলেন, আমরা এদেশে শরণার্থী এখানকার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কই নেই - তবুও শুধু শুধু পুলিশ আমাদের হয়রানি করছে।

মোনু মানেসর কোথায়?

নূহ্তে গত সোমবার ভিএইপির ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মোনু মানেসর নামে একজন বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগ দেবেন, এই খবরকে ঘিরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

মোনু মানেসর নিজেও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, তিনি ওই মিছিলে থাকবেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে জুনেই ও নাসির নামে লাগোয়া রাজস্থানের দুজন মুসলিম যুবককে গাড়িসহ জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ওই রাজ্যের পুলিশ মোনু মানেসরকে খুঁজছে - কিন্তু বিজেপি শাসিত হরিয়ানাতে তিনি প্রায় প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

নূহ ও মেওয়াটের মুসলিমরা তখন থেকেই প্রশ্ন তুলছেন, মোনু মানেসর কীভাবে আইনের নাগাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আর কীভাবেই তিনি মিছিলে যোগ দিতে পারেন?

মোনু মানেসর নিজেকে একজন 'গোরক্ষক' বলে পরিচয় দেন - কথিত গরু পাচারকারীদের গাড়িকে তিনি ও তার দলবল কীভাবে ধাওয়া করে শাস্তি দিয়ে থাকেন, সেই সব ভিডিও তিনি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত পোস্ট করে থাকেন।

গত বছরের অক্টোবরে এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা অতিক্রম করার পর 'জনপ্রিয়' এই ইউটিউবারকে গুগল 'সিলভার প্লে বাটন অ্যাওয়ার্ড' দিয়েও স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

গত সোমবারের শোভাযাত্রায় 'বিশ্ব হিন্দু পরিষেদের পরামর্শেই' শেষ পর্যন্ত তিনি আর যোগ দেননি বলে মোনু মানেসর পরে জানিয়েছিলেন। তবে ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। দিনসাতেক হয়ে গেল মোনু মানেসর আর প্রকাশ্যে আসছেন না।

মোনু মানেসরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে হরিয়ানা পুলিশের এক সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, আপনারা যার কথা বলছেন, তিনি ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ইলন মাস্কের সাথে মল্লযুদ্ধের জন্য 'অধীর আগ্রহে' অপেক্ষা জাকারবার্গের

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ মেটা এবং ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী এবং আরেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রধান ইলন মাস্কের 'কেজ ফাইট' বা 'মল্লযুদ্ধে'র খবর নিয়ে এখন গণমাধ্যম আর সামাজিক মাধ্যম সরগরম।

ইতোমধ্যে মার্ক জাকারবার্গ বলেছেন, ইলন মাস্কের সঙ্গে প্রস্তাবিত 'কেজ ফাইট' লড়ার জন্য তিনি অধীর হয়ে আছেন।

কেজ ফাইট এক ধরণের মিক্সড মার্শাল আর্টের প্রতিযোগিতা। এটি মূলত দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যারা একটি অ্যালুমিনিয়াম বা ধাতব তারের তৈরি খাঁচার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় লড়াই করেন।

থ্রেডস সামাজিক মাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে জাকারবার্গ বলেছেন, ২৬শে অগাস্ট ওই লড়াই আয়োজনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন।

অন্যদিকে, এক্স, যা আগে টুইটার নামে পরিচিত ছিল, সেখানে দেয়া পোস্টে ইলন মাস্ক দাবি করেছেন, তিনি এজন্য সারাদিন ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

জবাবে জাকারবার্গ আবার লিখেছেন, আমি আজকে থেকেই প্রস্তুত...কিন্তু তিনি (মাস্ক) তো নিশ্চিত করেননি।

জুলাই মাসে থ্রেডস চালু হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমের এই দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের সরাসরি লড়াইয়ের ঘোষণা এসেছে।

একজন থ্রেডস ব্যবহারকারী জানতে চেয়েছিলেন যে, আপোষের মাধ্যমে তাদের এই লড়াই হতে যাচ্ছে কিনা? জাকারবার্গ উত্তর দিয়েছেন, এটা অনেকটা বিনিয়োগ নিশ্চিত করার মত একটি ব্যাপার।

এর আগে ২০১৮ সালে যখন বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টেসলাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশের সময় ঠিক এই মন্তব্যই করেছিলেন মি. মাস্ক।

যদিও ওই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখে দেখেনি।

তবে এরকম ঘোষণা দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকি প্রতিষ্ঠানকে ২০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হয়েছে মি. মাস্ককে।

সেই সঙ্গে তাকে টেসলার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। টেসলা সম্পর্কে তিনি কতটা মন্তব্য করতে পারবেন বা টুইট করতে পারবেন, সেই সীমাও বেধে দেয়া হয়।

তবে, দিনতারিখ নিয়ে জল্পনা আরো উস্কে দিয়েছেন মি. মাস্ক।

তিনি বলেছেন, নির্দিষ্ট দিনক্ষণের এখনো সময় আছে। এর মধ্যে মি. মাস্কের গলা এবং পিঠের উপরিভাগে সার্জারি হওয়ার কথা রয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দুই শীর্ষ ব্যবসায়ী একে অপরের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ ছুড়ে যাচ্ছেন।

রবিবার ইলন মাস্ক দাবি করেছেন যে, তাদের লড়াই 'এক্সে' সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

তিনি জানিয়েছেন, এই লড়াই থেকে যে অর্থ আয় হবে, তা প্রবীণদের দাতব্য সংস্থাগুলোয় দেয়া হবে।

এক্সের একজন ব্যবহারকারী ইলন মাস্কের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, এ লড়াই থেকে আসলে কী প্রাপ্তি হবে?

উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা হচ্ছে যুদ্ধের একটি সভ্য রূপ। পুরুষরা যুদ্ধ পছন্দ করে।

কিন্তু লড়াইটি এক্সে সরাসরি সম্প্রচারের ঘোষণা শুনে মার্ক জাকারবার্গ পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, এটা কি আরও নির্ভরযোগ্য কোন প্ল্যাটফর্মে প্রচার করা উচিত না, যারা সত্যিকারভাবে দাতব্য সংস্থার জন্য অর্থ উত্তোলন করতে পারবে?

এই লড়াই মেটার জন্য বেশি লাভজনক বলে মনে করা হচ্ছে। এই মূহুর্তে ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকের মালিক মেটা।

গত জুলাই মাস থেকে তারা থ্রেডস নামে আরেকটি সামাজিক মাধ্যম চালু করেছে, যেখানে কয়েকদিনের মধ্যে ১০ কোটির বেশি একাউন্ট খোলা হয়েছে।

তবে, মি. জাকারবার্গ পরে জানিয়েছেন যে, জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ব্যবহারকারীদের অর্ধেকই বেরিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, মি. মাস্ক মালিকানা নেয়ার পর নানা সমালোচনার মুখে পড়েছে এক্স।

তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন এনেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হলো, কারও পোস্ট দেখতে হলে ব্যবহারকারীদের লগইন করতে হবে, যা আগে ছিল না।

এছাড়া কোম্পানিতে অনেক কর্মীও ছাটাই করা হয়েছে।

গত জুন মাসে একটি পোস্টে ইলন মাস্ক প্রথম দাবি করেন, তিনি কেজ ফাইট বা মল্লযুদ্ধ করতে চান। এরকম লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়।

ওই পোস্টের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে মার্ক জাকারবার্গ পাল্টা জবাব দেন, আমাকে ঠিকানা পাঠিয়ে দাও।

জবাবে মাস্ক আবার লেখেন, ভেগাস অক্টাগন।

ভেগাস অক্টাগন নেভাডার লাসভেগাসে অবস্থিত একটি গ্রাউন্ড, যেখানে আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে থাকে।

বাহান্ন বছর বয়সী ইলন মাস্ক আরও লিখেছেন, দা ওয়ালরাস নামে একটা দুর্দান্ত কৌশল জানি আমি, যার মাধ্যমে আমি প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলতে পারি।

ওয়ালরাস হচ্ছে উত্তর মেরুর এক স্তন্যপায়ী প্রাণী, অনেকটা সিলের মতো দেখতে হয় এটি।

পরে ইলন মাস্ক ওয়ালরাসের একটি ভিডিও টুইট করেন। হয়তো তিনি মনে ভেবেছিলেন, তার চ্যালেঞ্জের বিষয়টি ফেসবুকের বড় কর্তা অতটা গুরুত্ব দেননি।

তবে, মার্ক জাকারবার্গ মার্শাল আর্টের বড় অনুরাগী। রবিবার তিনি বলেছেন, আমি এই খেলাটা পছন্দ করি এবং এখানে যাই ঘটুক না কেন, প্রশিক্ষিত লোকজনের সাথে আমি খেলাটা চালিয়ে যাবো।

বাংলাদেশের নির্বাচনে জাতিসংঘের কী ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে?

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ স্নায়ুযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কম্বোডিয়ার সরকারের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করেছে খেমাররুজসহ যুদ্ধরত তিন দল। সেই চুক্তির আওতায় জাতিসংঘের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেদেশে নির্বাচনের আয়োজন করে, যেখানে ভোট পড়েছিল ৮৯.৫৬ শতাংশ। এর পরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ব তিমুরের গণভোটও আয়োজিত হয়েছে। সেটাও হয়েছিল আরেকটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। নামিবিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশে একসময় জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু গত এক দশকে জাতিসংঘের সেই ভূমিকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সংস্থাটির নীতিমালাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের জের ধরে কোন দেশের নির্বাচনে জাতিসংঘের এগিয়ে আসার উদাহরণ কি রয়েছে?

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করতে প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধির কাছে মার্কিন কংগ্রেসের ১৪ জন একটি চিঠি পাঠানোর পর এই বিতর্ক শুরু হয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা এই চিঠি পাঠালেন এমন সময় যখন বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে তুমুল মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' এবং 'জনগণকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে' উদ্যোগ নেয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছিলেন কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য।

কিন্তু জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কোন দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত বলতে আসলে কী বোঝানো হয়? বিশ্বের কোন কোন দেশে এভাবে নির্বাচন হয়েছে? কী প্রক্রিয়াতেই বা জাতিসংঘ এরকম নির্বাচনের আয়োজন করে থাকে?

কোন দেশের নির্বাচনে জাতিসংঘের ভূমিকা কী হতে পারে, কীভাবে হবে, এ নিয়ে গত বছরের পহেলা ফেব্রুয়ারি একটি নীতিমালা তৈরি করেছে জাতিসংঘ।

ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স ঃ সুপারভিশন, অবজারভেশন, প্যানেল অ্যান্ড সার্টিফিকেশন শিরোনামের ওই দলিলে নির্বাচনে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের নির্বাচনে সহায়তা সংক্রান্ত দলিলপত্রে বলা হয়েছে, কোন দেশের নির্বাচন জাতিসংঘ শুধুমাত্র তখনি তত্ত্বাবধান করতে যাবে যদি ওই দেশ সহায়তার অনুরোধ করে অথবা নিরাপত্তা পরিষদে বা সাধারণ পরিষদে এ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পাস করা হয়।

কোন দেশের নির্বাচনে জাতিসংঘ শুধুমাত্র তখনি তত্ত্বাবধান করতে যাবে যদি ওই দেশ সহায়তার অনুরোধ করে অথবা নিরাপত্তা পরিষদে বা সাধারণ পরিষদে এ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পাস করা হয়।

কোন দেশের নির্বাচনে কয়েকভাবে জাতিসংঘ সহায়তা করতে পারে। কখনো কখনো এসব পদ্ধতি একসাথেই কার্যকর হতে পারে, আবার আলাদা আলাদাও হতে পারে। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ঃ

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের আয়োজন

নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানো

বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ ও নজরদারি করা

নির্বাচন সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়া বা না দেয়া

এর বাইরে কারিগরি সহায়তা দেয়া, নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাজে সহায়তার মতো কাজও জাতিসংঘ করে থাকে। এসব লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন, শান্তি রক্ষা এবং বিশেষ রাজনৈতিক মিশনও পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু চাইলেই জাতিসংঘ এসব করতে পারবে না, সেজন্য অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট লাগবে। সেই সঙ্গে ওই দেশের সমর্থনও থাকতে হবে।

জাতিসংঘের দলিলে বলা হয়েছে, 'কোন দেশের রাজনৈতিক জটিলতার কারণে সেদেশের নির্বাচন আয়োজনে সরকার জাতিসংঘের সহায়তা চাইলেই হবে না, সেজন্য অবশ্যই ওই দেশে জাতিসংঘের এরকম দায়িত্ব পালনে জনগণের সমর্থন থাকতে হবে।'

জাতিসংঘের ওয়েবসাইটেই বলা হয়েছে, যদিও একসময়ে নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ করার মতো মূল দায়িত্বগুলো পালন করতো জাতিসংঘ, কিন্তু বর্তমানে এটা খুব কমই করা হয়। বরং নির্বাচন আয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধিতেই বিশেষ সহায়তা করা হয়।

ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স ঃ সুপারভিশন, অবজারভেশন, প্যানেল অ্যান্ড সার্টিফিকেশন নীতিমালায় বলা হয়েছে, কখন কোন দেশের নির্বাচনের প্রধান অনুষঙ্গগুলো জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হবে।

উনিশশো পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে যখন উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হতে একের পর এক দেশ স্বাধীনতার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে শুরু করে, তখন থেকে জাতিসংঘের এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

সেখানে জাতিসংঘ মূলত নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে যে, যাতে সবাই কোন রকম বাধা ছাড়াই নিজের মতামত ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন।

সেই সময় জাতিসংঘের একজন তত্ত্বাবধানকারী কমিশনার বা ছোট একটি প্যানেল বা কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচনের কাজ তদারকি করা হয়। মূলত সেই দেশের কর্মকর্তারাই নির্বাচনের কাজ করেন, কিন্তু এই কমিশন নজরদারি করে, পরামর্শ দেয়, পর্যালোচনা করে। নির্বাচনের প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কমিশনের অনুমোদন থাকতে হয়। কিন্তু খুব বিরল ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজে জড়িত হয় জাতিসংঘ। সর্বশেষ এ ধরনের নির্বাচন আয়োজিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায়। এছাড়া ২০০১ সালের পূর্ব তিমুরের পার্লামেন্টারি নির্বাচন ও ২০০২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের অংশগ্রহণের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষক দল পাঠানো, যদিও এটাও এখন খুব একটা পাঠানো হয় না। এজন্যও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন লাগে।